POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ
اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় তুমি মানব জাতিকে সেই দিন একত্রিত করিবে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আল্লাহ (নিজ) প্রতিশ্রুতিকে আদৌ ভঙ্গ করেন না।'

(আলে ইমরান, আয়াত: ৯)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 1-2

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 3-10 ই জানুয়ারী, 2019 26 রবিউল সানি-৩ জামাদি আল আওয়াল 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

দুনিয়া ও উহার সৌন্দর্যের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইও না। জাতীয় গৌরব করিও না। কোন স্ত্রীলোকের প্রতি হাসি-বিদ্রুপ করিও না। স্বামীর নিকট এইরূপ কিছু চাহিবে না যাহা তাহার ক্ষমতার বাহিরে। চেষ্টা কর, যেন নিষ্পাপ ও পবিত্র অবস্থায় কবরে প্রবেশ করিতে পার।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

আফসোস, ঐ মৌলবীদের প্রতি! যদি তাহাদের মধ্যে দিয়ানত বা সাধুতা থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম-ভীরুতার পথে সব দিক দিয়া নিজেদের সন্দেহ মোচন করাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল লোক যাহারা আবু জাহলের মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহারা সেই পথই অবলম্বন করিতেছে যাহা আবু জাহল অবলম্বন করিয়াছিল। মীরাট হইতে একজন মৌলবী সাহেব রেজিস্টারী পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, 'অমৃতসরে নদওয়াতুল উলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে, এখানে আসিয়া বহস করা উচিত"। কিন্তু ইহা প্রকাশ থাকে যে, যদি এই বিরুদ্ধবাদীগণের উদ্দেশ্য ভাল হইত এবং জয় পরাজয়ের কোন ভাবনা না থাকিত তাহা হইলে সেক্ষেত্রে তাহাদের নিজেদের সান্ত্বনার জন্য 'নদওয়া' ইত্যাদির কি প্রয়োজন ছিল?

আমরা নদওয়ার আলেমগণকে অমৃতসরের আলেমগণ হইতে পৃথক মনে করি না। তাহাদের একই ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, তাহারা একই শ্রেণীর এবং একই প্রকৃতির। প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলে কাদীয়ান আসিতে পারে, কিন্তু বহসের উদ্দেশ্যে নহে এবং শুধু সত্য অনুসন্ধানের জন্য আমার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে পারে। যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে বিনয় ও শিষ্টাচার সহকারে নিজেদের সন্দেহ দূর করাইয়া নিতে পারে; এবং যতদিন পর্যন্ত তাহারা কাদীয়ানে অবস্থান করিবে মেহমান হিসাবে বিবেচিত হইবে।

আমাদের নদওয়া ইত্যাদির আবশ্যক নাই এবং তাহাদের নিকট যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। ইহারা সকলেই সত্যের দুশমন, কিন্তু সত্য দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে।

ইহা কি খোদাতালার মহান মোজেযা (অলৌকিক ক্রিয়া) নহে যে, তিনি আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে নিজ ইলহাম দ্বারা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, লোকে তোমার অকৃতকার্যতার জন্য অতিশয় চেষ্টা করিবে এবং শেষ পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে, কিন্তু পরিণামে আমি তোমাকে এক বৃহৎ জামাতে পরিণত করিব? ইহা ঐ সময়কার ঐশীবাণী যখন একটি লোকও আমার সঙ্গে ছিল না। অতঃপর আমার দাবী প্রকাশিত হইবার পর বিরুদ্ধবাদীগণ (আমার বিরুদ্ধে) শেষ পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। পরিণামে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই সিলসিলা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং বর্তমানে আজিকার তারিখ পর্যন্ত * ব্রিটিশ ভারতে এই জামাতের লোক সংখ্যা এক লক্ষেরও কিছু অধিক। নদওয়াতুল ওলামার যদি মরণের ভয় থাকে তাহা হইলে বারাহীনে আহমদীয়া এবং সরকারী কাগজপত্র দেখিয়া বলুক যে, ইহা মোজেযা কিনা! অতএব যখন কুরআন এবং মোজেযা উভয়ই পেশ করা হইয়াছে, তখন বহসের আবশ্যকতা কি?

এইরূপে এদেশের গদ্দী-নশীন (পীরের গদীতে উপবিষ্ট) ও পীর-যাদাগণ ধর্মের সহিত এমন সম্পর্কহীন এবং দিবা রাত্র 'বেদাতে' (নব প্রবর্তিত অনুষ্ঠানে) এমনভাবে লিপ্ত যে, তাহারা ইসলামের আপদ-বিপদের কোন খবরই রাখে না। তাহাদের মজলিসে গেলে কুরআন ও হাদীস গ্রন্থের পরিবর্তে সেখানে বিভিন্ন রকমের তম্বুর, সারঙ্গ, ঢোল ও গায়ক ইত্যাদি অবৈধতার সরঞ্জাম দেখিতে পাইবে। এতদসত্ত্বেও তাহাদের মুসলমানদের নেতা হইবার দাবী এবং নবী করীম (সা.)-এর অনুসরণের গর্ব! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মেয়েদের পোষাক পরে, হাতে মেহদী লাগায় এবং চুড়ি পরে এবং নিজেদের মজলিসে কুরআন শরীফের পরিবর্তে কবিতা পাঠ করা পছন্দ করিয়া থাকে। এইগুলি এরূপ পুরাতন মরীচা যে, উহা কিভাবে দূর করা যাইতে পারে তাহা ধারণাই করা যায় না।

যাহা হউক, খোদাতালা আপন কুদরত (মহাশক্তি) প্রদর্শন করিবেন এবং ইসলামের সহায় হইবেন।

স্ত্রীলোকের প্রতি কতিপয় উপদেশ

আমাদের এই যুগে স্ত্রীলোকগণ কতিপয় বিশেষ বেদাতে জড়িত। তাহারা (পুরুষের) একাধিক বিবাহের বিধানকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে, যেন ইহার প্রতি তাহারা ঈমান রাখে না। তাহারা জানে না যে, খোদাতালার বিধানে প্রত্যেক প্রকারের প্রতিকার বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং যদি ইসলাম ধর্মে বহু বিবাহের বিধান না থাকিত, তাহা হইলে যে যে অবস্থায় পুরুষের পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহের আবশ্যক হয়, এই শরীয়তে ইহার কোন প্রতিকার থাকিত না। যথা- স্ত্রী যদি উন্মাদিনী হইয়া যায়, কিংবা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয় অথবা চিরতরে এরূপ কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে যাহা তাহাকে অকর্মণ্য করিয়া দেয়, বা এরূপ কোন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, স্ত্রী দয়ার পাত্রীতে পরিণত হয়; কিন্তু অকর্মণ্যা হইয়া যায় এবং পুরুষও দয়ার পাত্র হয়, কারণ সে একাকী থাকা সহ্য করিতে পারে না, তাহা হইলে এইরূপ অবস্থায় পুরুষের শক্তিসমূহের উপর যুলুম করা হইবে যদি তাহাকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেওয়া না হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খোদাতালার শরীয়ত পুরুষের জন্য এই পথ খোলা রাখিয়াছে; এবং অপারগতার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের জন্যও পথ খোলা রহিয়াছে যে, পুরুষ অকর্মণ্য হইয়া গেলে বিচারকের সাহায্যে খোলা' (বিবাহবন্ধন ছিন্ন) করিয়া লইতে পারে- যাহা তালাকের স্থলবর্তী। খোদার শরীয়ত ঔষধ বিক্রেতার দোকানস্বরূপ। সুতরাং দোকান যদি এইরূপ না হয় যেখানে প্রত্যেক রোগের ঔষধ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই দোকান চলিতে পারে না।

অতএব ভাবিয়া দেখ, ইহা কি সত্য নহে যে, পুরুষের জন্য এরূপ কোন কোন অসুবিধা উপস্থিত হয়, যখন সে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। সেই শরীয়ত কোন কাজের, যাহাতে সকল প্রকার অুসবিধার প্রতিকার নাই? দেখ, 'ইঞ্জিলে' তালাকের বিধানে কেবল ব্যভিচারের শর্ত ছিল এবং অন্যান্য শত শত প্রকার কারণ, যাহা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘোরতর শত্রুতার সৃষ্টি করিয়া দেয়, তাহার কোন উল্লেখ ছিল না। এই কারণেই খৃষ্টান জাতি এই অভাব সহ্য করিতে পারে নাই এবং অবশেষে আমেরকিতাতে তালাকের আইন পাশ করিতে হইয়াছে। সুতরাং ভাবিয়া দেখ। এই আইনের ফলে ইঞ্জিলের শিক্ষা কোথায় গেল?

হে মহিলাগণ! চিন্তিত হইও না। যে কিতাব তোমরা লাভ করিয়াছ, উহা ইঞ্জিলের ন্যায় মানুষের হস্তক্ষেপের মুখাপেক্ষী নহে এবং এই কিতাবে যেমন পুরুষের অধিকার রক্ষিত আছে নারীর অধিকারও রক্ষিত আছে। যদি স্ত্রী স্বামীর একাধিক বিবাহে অসন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে বিচারকের সাহায্যে খোলা' (বিবাহ বিচ্ছেদ) করিয়া লইতে পারে। মুসলমানগণের মধ্যে যে নানা প্রকারের অবস্থার উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা নিজ শরীয়তে উল্লেখ করিয়া দেওয়া খোদাতালার ফরয (অবশ্য কর্তব্য) ছিল যেন শরীয়ত অপূর্ণ না থাকে।

অতএব তোমরা হে নারীগণ! নিজেদের স্বামীগণ দ্বিতীয় বিবাহ করিতে

এরপর বারো পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

সফরের তিনটি বড় উপকারিতা হলো, এসব দেশের শিক্ষিত শ্রেণী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়- সাক্ষাতের মাধ্যমেও আর মসজিদের উদ্বোধন এবং সংবর্ধনা ইত্যাদির মাধ্যমেও। দ্বিতীয়ত মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের পরিচিতি ঘটে আর প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে মানুষ জানতে পারে। তৃতীয় বড় কথা হলো, জামাতের সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং পরিচিতি লাভ হয়। আর এর ফলে তাদের ঈমান, নিষ্ঠা এবং ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের যে সম্পর্ক রয়েছে তা দৃঢ়তা লাভ করে।

"ইসলামই পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধান, শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমও ইসলাম আর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের প্রতিও ইসলামী শিক্ষাই পথপ্রদর্শন করে।"

" ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যান্য দেশেও পরিশ্রম ও এবং সঠিক পন্থায় পৌঁছে দেওয়া আমাদেরই দায়িত্ব। "

আমেরিকা সফরকালে আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনটি মসজিদ এবং গোয়েতামালায় নাসের হাসপাতালের উদ্বোধন এবং রিভিউ অফ রিলিজিয়নসের স্পেনিশ সংস্করণের প্রবর্তন।

খিলাফতের একনিষ্ঠ প্রেমিক আহমদী শ্রদ্ধেয় সোয়ডোগো ইসমাঈল সাহেব (বুর্কিনাফাসো)-এর মৃত্যু, তাঁর প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৬ই নভেম্বর, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১৬ নবুয়ত, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: গত জুমু'আয় যেহেতু তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করতে হয়েছে, তাই আমি আমার আমেরিকা এবং গুয়াতেমালার সম্প্রতি সফরের উল্লেখ করি নি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এসব সফরের বিরাট ইতিবাচক ফলাফল দেখা যায়। আপন-পর সবার সাথে সম্পর্কের নিরিখেও আর জামাতী ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকেও সরাসরি দেখা এবং জানার মাধ্যমে অনেক বিষয়ে আমি অবগত হই।

এর তিনটি বড় উপকারিতা হলো, এসব দেশের শিক্ষিত শ্রেণী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়- সাক্ষাতের মাধ্যমেও আর মসজিদের উদ্বোধন এবং সংবর্ধনা ইত্যাদির মাধ্যমেও। দ্বিতীয়ত মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের পরিচিতি ঘটে আর প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে মানুষ জানতে পারে। তৃতীয় বড় কথা হলো, জামাতের সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং পরিচিতি লাভ হয়। আর এর ফলে তাদের ঈমান, নিষ্ঠা এবং ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের যে সম্পর্ক রয়েছে তা দৃঢ়তা লাভ করে। যুগ খলীফা এবং জামা'তের সদস্যদের সরাসরি আলাপ ও দেখা-সাক্ষাতের ফলে অসাধারণ পরিবর্তন আসে এবং আবেগও বৃদ্ধি পায়। আর সেসব দেশে বিরাজমান পরিস্থিতি অনুসারে সরাসরি খুতবার মাধ্যমেও তাদের সাথে আলাপ হয়ে যায়।

আমেরিকার এই সফরকালে আল্লাহ্ তালার কৃপায় তিনটি মসজিদ উদ্বোধন করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। আল্লাহ্ তালা এসব মসজিদকে সবসময় নামাযীতে পরিপূর্ণ রাখুন। আর জামা'তের সদস্যদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। প্রথমে ফিলাডেলফিয়া, পরে হিউস্টন, এবং ওয়াসিংটন- যেখানেই আমি গিয়েছি, আবাল বৃদ্ধ বনিতা নিজেদের বেশিরভাগ সময় মসজিদের পরিবেশেই আতিবাহিত করেছে। শিশুদের পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও একথাই লিখেছে যে, আপনার আগমনে শিশুরা এ কথার উপর বেশি জোর দিত যে, তাড়াতাড়ি মসজিদে চলুন। খেলাফতের সাথে তাদের এক আন্তরিক সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ দেখা যেতো। দিনের বেশিরভাগ সময় তারা মসজিদেই অতিবাহিত করত।

আমেরিকায় এবার পাকিস্তান থেকে আগমনকারী আশ্রয়প্রার্থী এবং শরণার্থীরও এক বিরাট শ্রেণী ছিল যারা চরম কঠিন অবস্থা অতিক্রম করে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা এবং নেপাল থেকে সেখানে এসেছেন। তাদের সাথে সাক্ষাৎ অনেক সময় গভীর আবেগঘন পরিস্থিতে পর্যবসিত হতো। অনেকে ভীষণ আবেগ আপ্লুত হয়ে যেতেন। খোদার কাছে আমি দোয়া করি, এখানে যারা এসেছেন তাদের মাঝে যেন সহজসাধ্যতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য লাভের পাশাপাশি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা সদা জাগ্রুক থাকে, অতএব জাগতিক চাকচিক্যে হারিয়ে যাবেন না।

এখন সফরের প্রেক্ষাপটে কিছু কথা বলছি। সচরাচর আমেরিকান রাজনীতিবিদ, শিক্ষিত শ্রেণী এবং সাধারণ মানুষও কথা মনোযোগ সহকারে শোনে আর ভালোকথা শোনে, পছন্দ করে আর সাধুবাদ জানায়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তাদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে নি। আর যাদের কাছে পৌঁছেছে, জামাতের সাথে যাদের যোগাযোগ রয়েছে তারা ইসলামের বিষয়ে ভালো দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। অতএব ইসলামের প্রকৃত বাণী আমেরিকা এবং সারা বিশ্বে সঠিকভাবে পৌঁছানোর জন্য পরিশ্রম করা আমাদের দায়িত্ব। ইসলামের প্রকৃত বাণী একদিকে যেমন অমুসলিমদের দৃষ্টি উন্মোচনের কারণ হয়, অপরদিকে এর সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক শিক্ষাকে স্পষ্ট করারও কারণ হয় এবং তা মুসলমানদের মাঝে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। অ-আহমদী মুসলমান যারা রয়েছে তারাও বুঝতে পারে যে, প্রকৃত ইসলাম কী! তাই হীনমন্যতার শিকার হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ স্থানে এই অভিজ্ঞতাই হয় আর আমেরিকাতেও হয়েছে যে, অ-আহমদী মুসলমানরা যখন আমাদের কাছে ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা সম্পর্কে শোনে তখন তাদের মাঝে আত্মবিশ্বাস জন্মে যে, আমাদের কোন প্রকার হীনমন্যতার শিকার হওয়ার প্রয়োজন নেই আর তারা স্পষ্ট ভাষায় একথা স্বীকারও করেছে যে, সত্যিকার অর্থে ইসলামই পৃথিবীর শান্তি এবং সমাধান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানের প্রতিও ইসলামের শিক্ষাই পথনির্দেশ দিয়ে থাকে। কতক অ-আহমদী মুসলমান যারা আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন তারা আমাদেরকে বলেছেন যে, ইসলামের এত আকর্ষণীয় শিক্ষা যেভাবে আপনারা তুলে ধরেন, এটিই সত্যিকার রীতি। অমুসলিমরা এই বাণী শুনে আশ্চর্য হয় আর নিজেদের মতামতও ব্যক্ত করে বলে যে,যদি এটি ইসলামী শিক্ষা হয়ে থাকে তবে মনে হয় যে, এই ইসলামী শিক্ষাই সফল হবে। কিছু অতিথির আবেগ-অনুভূতি ও অভিব্যক্তিও আমি উপস্থাপন করছি।

ফিলাডেলফিয়ায় বায়তুল আফিয়াত মসজিদের যখন উদ্বোধন হয়, তাতে কংগ্রেসম্যান সম্মানীয় ডয়েট ইভান্স সাহেব যোগদান করেন। তিনি খুবই সুন্দর ভাষায় বলেন, আমি আপনাকে এই বিরাট শহরে স্বাগত জানাচ্ছি, এই শহর যা ভাই-বোনের ভালোবাসা দিয়ে থাকে। ফিলাডেলফিয়ার প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমি একটি মুসলিম জামা'তকে বলতে চাই যে, আপনাদের শান্তির বাণীকে আমরা এখানে স্বাগত জানাই। তিনি আরও বলেন, কতক আমেরিকানের পক্ষ থেকে সম্প্রতি ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু মতামত সামনে এসেছে। কিন্তু আমি আপনাদের বলতে চাই যে, এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী আপনাদেরকে স্বাগত জানায়। আমরা আপনাদের সাথে আছি। ঘৃণা, বিদ্বেষ এবংসহিংসতার বিরুদ্ধে আমরা অতন্দ্র প্রহরী। নিজের আবেগ অনুভূতি তুলে ধরতে গিয়ে তিনি পুনরায় বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে আপনি অতি উন্নত বার্তা দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত আমেরিকায় আমরা এক তমশাচ্ছন্ন যুগ অতিবাহিত করছি। এ মুহূর্তে এমন বাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান জামা'ত কেবল আমেরিকর জন্যই নয়, ববরং সমস্ত পৃথিবীর জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, আমরা ভবিষ্যতে আশার আলো এবং শান্তি চাই। ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে ফিলাডেলফিয়ার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কথিত আছে, ফিলাডেলফিয়ায় ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই জায়গা আপনাদের মসজিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে।

এই আবেগ-অনুভূতি (প্রকাশ পেয়েছে)। অনুরূপভাবে সেখানকার মেয়রও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কতিপয় অন্যান্য নেতৃবর্গও ছিলেন। ফিলাডেলফিয়ার মেয়র জেমস কেনী-ও এ কথাই বলেন যে, ফিলাডেলফিয়া শহরের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এই শহরের মৌলিক নীতিগুলোর একটি হলো, ধর্মীয় স্বাধীনতা। এর ভিত্তিতেইএই শহরের গোড়াপত্তন

হয়েছিল। বিভিন্ন জাতি এবং বর্ণের সাথে আমাদের সম্পর্ক হলেও এ শহর সবাইকে স্বাগত জানাবে। তিনি বলেন, আমাদের পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করে কাজ করা উচিত, পরস্পরের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করা উচিত। জগদ্বাসীকে এ বার্তা দেওয়া উচিত যে, আমরা মিলেমিশে থাকতে পারি। আর আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সমস্যারও সমাধান করতে পারি। এটি সত্যিকার অর্থে ইসলামেরই শিক্ষা যা অন্যরা অবলম্বন করছে কিন্তু মুসলমানরা ভুলে যাচ্ছে।

এ অনুষ্ঠানে হেরি শার্ট সাহেব নামে এক বিচারপতিও অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, পঁচিশ বছর ধরে আমি এই জামা'তকে জানি। এখানকার প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে ডিনারে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে কথা হয়েছে। বক্তৃতার পর তিনি বলেন, এই বাণী ভালোবাসা, মতৈক্য এবং একসাথে বসার বাণী। যদি এটিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে আমরা ভালো অবস্থানে থাকব।

একজন আফ্রোআমেরিকান নব মুসলিম বলেন, এখানে মসজিদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। ভালো কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বলা হয়, পরিবেশকে সুন্দর করতে দশ বছর লাগে কিন্তু দুই বছরে এ পরিবেশ সুন্দর হতে দেখেছি, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি একাগ্রতা থাকে তাহলে সম্মিলিতভাবে কাজ করা সম্ভব। বক্তৃতার পর তিনি বলেন, এটি আশ্চর্য এক বাণী যার প্রতিটি কথা হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন নি, তিনি সাধারণ মুসলমান।

আরেকজন আফ্রোআমেরিকান ভদ্র মহিলা বলেন, বক্তৃতায় শেখার অনেক খোরাক ছিল আমার জন্য। আমরা আশা করি এগুলোকে জীবনের অংশ করে নিব। যদি এ কথাগুলোকে আমরা বাস্তবায়িত করি তাহলে অবশ্যই সিরাতে মুস্তাকিমে প্রতিষ্ঠিত থাকব। তিনিও আহমদী নন।

আরেক ভদ্র মহিলা হানিয়া সাহেবা বলেন, আপনারা যে বার্তা দিয়েছেন- এর মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে ছড়ানো বিভ্রান্তির অপনোদন হবে। এখানে মুসলমানদের একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠা বড় আনন্দের কারণ। মানুষের হৃদয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রয়েছে যা সম্পূর্ণভাবে অমূলক এবং ভ্রান্ত। আপনার বাণী খুবই দৃঢ় ছিল। আমি আশা করি এবং অমি চাই এই বাণী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ুক যেন আমেরিকার মানুষ ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারে।

একজন স্থানীয় কাউন্সিলরও অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আপনার শান্তির বাণী একান্ত আবশ্যক ছিল। বর্তমান অবস্থার দৃষ্টিতে এই বাণী আরও বেশি গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। এখানে আসা আমার জন্য অনেক সম্মানের কারণ। আমি আমার চোখের সামনে এ মসজিদ নির্মাণ হতে দেখেছি। এখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্র এলাকার জন্য প্রভূত বরকতের কারণ। আপনি যে বার্তা দিয়েছেন যে, প্রতিবেশীর প্রয়োজনে তাদের কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবেন, আমার মতে শুধু ফিলাডেফিয়াতেই নয় বরং পুরো আমেরিকাতেই এই বার্তার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

একজন ফিলিস্তিনী ভদ্রমহিলা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আপনার বাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি ফিলিস্তিন-এর ছোট্ট একটি গ্রামের বাসিন্দা। সেই প্রকৃত শিক্ষা যা আমি শৈশবে শিখেছিলাম তা আজকে আপনার বক্তৃতায় আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। এটিই প্রকৃত ইসলাম যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের সম্পর্ক যে ফির্কার সাথেই থাকুক না কেন আমাদের জন্য আবশ্যক দায়িত্ব, শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা। তিনি পুনরায় বলেন, আপনি সত্যিকার অর্থে সকল মুসলমান ফির্কার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

এগুলি পুণ্যবান ও সৎ প্রকৃতির মানুষের চিন্তাধারা। আহমদীয়া জামা'তই যে আসলে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছে- অন্য মুসলমানরাও যদি এটি বুঝত!

এক শিক্ষিকা বলেন, আপনার শান্তির এ বার্তা অসাধারণ এক বার্তা ছিল। যদিও আমি একজন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান তথাপি প্রতিটি শব্দের সাথে আমি একমত। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, ইসলাম শান্তির শিক্ষা দিয়ে থাকে, ইসলাম মানব সেবার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

একজন প্রফেসর এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আপনি এ শহরের লোকদের জন্য যে শুভেচ্ছা ব্যক্ত করেছেন তা কেবল বর্তমান সময়ের জন্যই প্রযোজ্য নয় বরং এগুলোর সম্পর্ক আগত সময়ের সাথেও। আমি আপনার মাঝে যে জিনিসটি দেখেছি তা হলো আপনি শুধু বর্তমানের কথা বলেন না বরং আপনার কথায় দূরদর্শীতার প্রতিফলন ঘটে। এরপর তিনি খুব সুন্দর ভাষায় বক্তৃতার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, আপনি এখানে একটি বীজ বপন করেছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো এর পরিচর্যা ও প্রতিপালন করা এবং এটিকে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার সুদৃঢ় বৃক্ষে পরিণত করা।

এক ভদ্রমহিলা তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আপনি বলেছেন, আমরা আপনাদের চোখের পানি মুছবো। কতজন মানুষ আছে যারা এমন কথা বলতে পারে? এটি একটি বিস্ময়কর বাণী ছিল। আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। নিজের বার্তা দেওয়ার জন্য গলা ফাটিয়ে তেজদীপ্ত বক্তৃতা করার প্র য়োজন নেই। আপনি সেই বার্তা গভীর ভালোবাসা এবং স্নেহের সাথে প্রদান করেছেন। আমি বলেছিলাম, গরীবদের সাহায্যের জন্য আমরা সদা প্রস্তুত, কেউ কষ্টে থাকলে আমরাই তাদের অশ্রু মুছে দিব।

একজন অ-আহমদী ইমাম সাহেবও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আহমদীদের সাথে আমার প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয় জামা'তের পক্ষ থেকে অনুদিত কুরআনের মাধ্যমে। তার কাছে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব অনুদিত কুরআন শরীফ রয়েছে। তিনি বলেন, আপনার বার্তা খুবই উচ্চাঙ্গের ছিল। আমি আপনার সাথে শতভাগ একমত পোষণ করছি। এটিই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমরা সবাই আদম সন্তান। আমাদের পরস্পরের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য চেষ্টা অব্যহত রাখা উচিত। আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী প্রচার করতে হবে। খোদা করুন! তার এ কথাগুলো যেন বুলিসর্বস্ব না হয় বরং এর ওপর যেন তিনি আমলও করেন।

পরের দিন বাল্টিমোর মসজিদেরও উদ্বোধন হয়েছে। এই মসজিদের নাম হলো বায়তুস সামাদ। এটিও একটি গির্জা ছিল যা ক্রয় করা হয়েছে। এটিকে মেরামত করে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে এই বিল্ডিংটি এমন যার প্রায় শতকরা ৯৯.৯ ভাগই কিবলা মুখি তাই কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নি। সেখানে যেহেতু মসজিদ-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত আমি উপস্থাপন করি নি তাই সংক্ষেপে এ মসজিদ সম্পর্কে কিছু তথ্য এখন তুলে ধরছি। এটি ক্রয় করার জন্য ২০ লক্ষ ডলার খরচ করা হয়েছে। এতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক হল রয়েছে। এতে ৪০০ নামাযির সঙ্কুলান হয়। এছাড়া বিভিন্ন অফিস, লাইব্রেরী, ক্লাসরুম, পরিপূর্ণ রান্নাঘর, ডাইনিং হল ইত্যাদি রয়েছে। এটি হাইওয়ের পাশে অবস্থিত, এই প্রধান সড়ক দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৪৫,০০০ গাড়ি যাতায়াত করে।

বাল্টিমোরের মেয়র সাহেব আমাদের অভ্যর্থনায় এসেছিলেন। তিনি বলেন, আপনি শান্তির বরাতে কথা বলেছেন। এটি সেই বার্তা যা বর্তমান সময়ের দাবি। শুধু আমাদের শহরেই নয় বরং আমাদের প্রদেশ এবং এর উর্ধ্বে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে আর সমগ্র পৃথিবীর জন্য এ বার্তার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। আমি মনে করি সবারই এ বাণী শোনা উচিত। আমরা যদি শুনি তাহলে বুঝতে পারব পৃথিবীর সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো শান্তি আর তখনই আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখব।

বাল্টিমোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, যেখানে আমাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে সেখানে আমাদের মাঝে অনেক বিষয়ে মিলও রয়েছে। এটি একটি অসাধারণ বাণী ছিল যার মাধ্যমে সমাজে আমরা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করতে পারি। আমাদেরকে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করতে হবে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। আমেরিকার পরিবেশে এ বাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন আমেরিকান হিসেবে আমাদেরকে শুধু নিজেদের জন্যই নয় বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যেও কাজ করা উচিত। সমাজের সবাইকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। এই অসাধারণ বাণী আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

জেলা 'ফোর্টি এইট' বা '৪৮' থেকে প্রাদেশিক প্রতিনিধি এসেছিলেন। তিনি বলেন, এই বার্তা শুনে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যখন মুসলমানদের নামে সমাজে অনেক ভীতি বিরাজমান আর এ দেশে অনেক বর্ণবৈষম্য রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে খুব আনন্দের বিষয় হলো, আপনি আমাদেরকে আমাদের দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আপনি আমাদেরকে বলেছেন, সবাইকে ভালোবাস, কারো প্রতি ঘৃণা রেখো না। এই কথাগুলোরই আজকে আমাদের অধিক প্রয়োজন। ভালোবাসা, শান্তি, ন্যায়পরায়ণতা, এককথায় বাল্টিমোরের এখন এই উন্নত মূল্যবোধে সজ্জিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। তার স্বামী বলেন, আমার স্ত্রী বলেছেন- এই বাণী আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাণী। আমরা নিজেরা চেষ্টা করে সমাজের কল্যাণের জন্য যত কথাই বলি না কেন তার ততটা প্রভাব পড়ে না যতটা প্রভাব জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের উপস্থিতির ফলে সৃষ্টি হয়েছে। আর এই মুসলমান জামা'ত শুধু এখানেই নয় বরং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

একজন পাদ্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি বলেন, আপনার বক্তৃতা চলাকালে আমি এক একটি কথার সাথে নিজের মাঝে মতৈক্য খুঁজে পাই। কেননা বাল্টিমোরে আমি বেশ কয়েকবার আহমদীয়া মসজিদে গিয়েছি আর আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি আপনি যা কিছু বলেছেন গত কয়েক বছর ধরে অন্যান্য মসজিদে আমি তা-ই ঘটতে দেখছি অর্থাৎ ফেৎনা, নৈরাজ্য। মসজিদ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য খোলা। আমি বেশ কয়েকবার জুমআতেও গিয়েছি। এ সমস্ত বিষয় আমার সামনে বাস্তবায়িত হয়েছে, আমি এর সাক্ষী। একথাগুলো শুনে আমি আনন্দিত। এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সমবেত হয়েছে আর শান্তির কথা বলছে। আর এ কথাগুলো আজ কেবল আমাদের শহরেরই নয় বরং সমগ্র পৃথিবীর প্রয়োজন।

আরেকজন ভদ্রমহিলা তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আজকের পরিবেশে এই বক্তৃতায় আমার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাণী রয়েছে। মুসলমান, অমুসলমান, কৃষ্ণাঙ্গ ও শেতাঙ্গের মাঝে এখানে অনেক ব্যবধান রয়েছে। এসব দূরত্বের সমাধান আমাদের খুঁজে বের করতে হবে আর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমেই এটি সম্ভব। আপনি প্রতিবেশীর যে সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের যে বার্তা দিয়েছেন

তা আমার জন্য খুবই অসাধারণ ছিল। এ বাণী শুনে আমার মাঝে ইসলাম সম্পর্কে আরো বেশি জানার আগ্রহ জন্মেছে। আপনাদের প্রতি আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

'ফর্টি ওয়ান' বা '৪১' জেলার প্রাদেশিক প্রতিনিধি ছিলেন বেলাল আলী সাহেব, তিনি একজন মুসলমান। তিনি বলেন, আপনি যে বার্তা দিয়েছেন তা এখানকার প্রত্যেকের মাঝে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য, ভালোবাসা এবং সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই বার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম সম্পর্কে যে আশঙ্কা ও সংশয় রয়েছে তা দূরীভূত করার ক্ষেত্রে এটি খুব কার্যকরী হবে। তিনি আরো বলেন, আপনি যথাসময়ে অনেক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন, বিশেষ করে এখানকার পরিবেশে যেখানে মানুষের রাজনৈতিক বিবৃতি এবং প্রচেষ্টা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। আপনি এখানে এসে এসব বিষয়ের বরাতে খুবই সুন্দর পথ-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এমন পরিবেশে প্রজ্ঞাপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে যে বার্তা দিয়েছেন তা কোন বিবেকবান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার খুবই সহজ পথ আমি আপনার কাছে শিখেছি যে, নিজ ঘর থেকে শুরু করে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করুন। আপনার জন্য সারা পৃথিবীকে পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, আপনি যাদের সাথে মেলামেশা করেন তাদের মাঝেই ভালোবাসা বন্টন করুন, তাদের সেবা করুন, তাহলেই পুরো সমাজ শান্তিতে ভরে যাবে। আপনি আরো একটি সহজ ব্যবস্থাপত্র প্রস্তাব করেছেন, আর তা হলো ইসলাম বলে, সত্যের প্রচার কর। সত্যের সত্যিকার প্রচার হলো মানুষের উত্তম আদর্শ। তিনি আরো বলেন, বাল্টিমোরে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্মক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়েছে। সমাজ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছে। এটি খুবই অনুকরণীয় আদর্শ। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার তৌফিক দান করুন।

রেসপিটেরিয়ান গির্জার মিনিস্টার হলেন মিশেল সাহেবা। তিনি বলেন, খুবই উচ্চাঙ্গের বার্তা ছিল, পারস্পারিক একতা ও সমঝোতার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন, ভয়-ভীতি দূরীভূত করে ভালোবাসা প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এই বাণী খুবই গুরুত্ববহ। মসজিদ নির্মাণের যে উদ্দেশ্য তিনি বর্ণনা করেছেন তা খুবই মহান। এরপর প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার-সংক্রান্ত শিক্ষার উল্লেখ করেছেন, এগুলো আমার জন্য নতুন বিষয়। আজকে জানতে পেরেছি, খ্রিষ্টধর্মে যে প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এগুলো তা-ই। অথচ প্রচারমাধ্যম ইসলাম সম্পর্কে ভিন্ন কথা প্রচার করে থাকে।

ড. ফাতেমা নামে একজন ইতিহাসবিদ এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আমেরিকার ইসলাম সংক্রান্ত একজন বিশারদ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে আমি অনেক কাজ করেছি। আমি কোন ধর্মীয় বিদ্বান নই বরং কেবল একজন ইতিহাস বিশারদ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি যে বলেছেন, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব এ যুগে ইসলামের সংস্কার করেছেন, আমার দৃষ্টি এখন সেদিকে নিবদ্ধ হয়েছে। আর এই প্রেক্ষাপটে আমি আমার গবেষণার্কে আরো এগিয়ে নিয়ে যাব। এখানে এসে আমি খুবই আনন্দিত। এখন আমার গবেষণার কেন্দ্র কেবল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)ই নন বরং তাঁর রচনাবলী এবং তাঁর উক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে তিনি সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁর বাণী এক অসাধারণ বাণী। তিনি ইসলামের সদ্ব্যবহার-সংক্রান্ত শিক্ষাকে কেবল বিভিন্ন ধর্মের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি বরং ধর্মহীন মানুষের সাথেও সদ্ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো- ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের সবার সম্মিলিতভাবে মানব জাতির জন্য কাজ করা উচিত। কত উত্তম বার্তা এটি! মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাই এক মুসলমানের পক্ষ থেকে ইসলামের এ শিক্ষা উপস্থাপন করা একটি উত্তম পদক্ষেপ।

এরপর ভার্জিনিয়ার মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। এ মসজিদের নাম হলো মসজিদে মসরূর। ৩ রা নভেম্বর তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়। এটিও একটি গির্জার বিল্ডিং এবং এর মোট আয়তন ১৭.৬ একর। ৫০ লক্ষ ডলার দিয়ে এটি ক্রয় করা হয়েছে। এর সংস্কারমূলক কাজে কিছুটা পরিবর্তনের জন্য আরো ৭৫ হাজার ডলার খরচ করা হয়েছে। এটিও অনেকটা কেবলা মুখি একটি বিল্ডিং। এর ছাদ বিশিষ্ট এলাকার আয়তন হলো ২২ হাজার ৪ শত ৩ বর্গফুট। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক হলঘর রয়েছে। ৬৫০ জন মানুষের এতে সঙ্কুলান হয়। এছাড়া এগারোটি কক্ষ রয়েছে যা অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হবে। একটি লাইব্রেরী, একটি কনফারেন্স রুম এবং একটি বাণিজ্যিক রান্না ঘরও রয়েছে।

এক শুভাকাঙ্খী কোরি স্টুয়ার্ট, যিনি এ রাজ্যের রিপাবিলিকান দলের নির্বাচনী পদপ্রার্থী, তিনি বলেন, আমি যে বক্তৃতা শুনেছি তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিল। আমেরিকা এবং সারা পৃথিবীর 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-এ বাণী মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং সে অনুসারে কাজ করা উচিত। বিশেষ করে পৃথিবীর অশান্ত পরিস্থিতিতে একান্ত আবশ্যকীয় বিষয় হলো ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রচার করা। অতএব এ মসজিদ আমাদের জন্য গর্বের কারণ, কেননা আপনারা দেশের জন্য অনেক কিছু করে থাকেন।

একজন অতিথির নাম হলো, মায়েট ওয়াটার্স, যিনি এবার ভার্জিনিয়া রাজ্যের নির্বাচনী প্রার্থী। তিনি বলেন, আমি বক্তৃতা শুনেছি । এখন আমি জামা'ত সম্পর্কে আরো পড়বো এবং ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করবো। এরপর আরো বিস্তারিত ইসলাম শিখার জন্য আপনাদের মসজিদে আসবো। একজন খ্রিষ্টান অতিথি বলেন, উপস্থাপিত বাণী বর্তমান পরিস্থিতির সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা শান্তির বাণী শুনেছি। আমি খুবই প্রভাবান্বিত ছিলাম আর আমি আশ্চর্যান্বিত ছিলাম।

ভার্জিনিয়ার '৫১' জেলার প্রতিনিধি বলেন, খলীফার বার্তা বিস্ময়কর ছিল। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই চমৎকার বাণী ছিল। তাঁর বাণী ছিল ভালোবাসার এবং ঐক্যের। তিনি বলেছেন, অন্যদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দাও। নিঃস্বার্থ হয়ে সেবা কর। বর্তমান কালের রাজনৈতিক পরিবেশে এমন বাণীরই প্রয়োজন। অন্যদেরকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়া- এটি খুবই ভালো এবং আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বাণী।

প্রতিবেশীর প্রতি যত্নবান হওয়া, অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দকে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের উপর প্রাধান্য দেওয়া– এটি খুবই মহান বাণী। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত মানুষ নিজের আমিত্বকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু আপনি বলেছেন, অন্যদেরকে প্রাধান্য দাও।

একজন অতিথী এল্যাক্স কেসে বলেন, আমি গভীর প্রভাব গ্রহণ করেছি। আমি খুবই আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ি এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, আমি হলোকাস্ট (জার্মানির ইহুদী নিধন চক্র) থেকে রক্ষা পেয়েছি। আপনার বাণী খুবই প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল। আপনার একেকটি কথা আমার হৃদয়ের গভীরে প্রভাব বিস্তার করছিল। আপনার বাণী এদিক থেকেও প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিল যে, আমরা ঘৃণার মাধ্যমে লড়তে পারবো না। ঘৃণার সুরাহা একটিই,আর তা হলো ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদ করা। ঘৃণাকে ভালোবাসার মাধ্যমে দূর করা। ভালোবাসা সব ধর্মের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আমাদের সমাজে এমন ভালোবাসার বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আর এগুলোর একটি হলো, আপনাদের এই অনুষ্ঠান। কিন্তু প্রচার মাধ্যমে আজকাল যা চোখে পড়ছে তা হলো, একটি সংখ্যালঘু শ্রেণি এবং পথভ্রষ্ট গোষ্ঠি। প্রচার মাধ্যম এদেরকে ফলাও ভাবে প্রচার করছে। এর পরিবর্তে আমাদের উচিত পারস্পরিক ভালোবাসা বিস্তার ঘটানো। তিনি খুবই আবেগ আপ্লুত ছিলেন এবং পরে আমার সাথে সাক্ষাৎও করেছিলেন। প্রথমদিকে বেশ আবেগ আপ্লুত ছিলেন। এরপর রীতিমত এই বলে কাঁদতে আরম্ভ করেন যে, এই বাণী আমার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

এক ভদ্রমহিলার নাম হলো, শেনীন সাহেবা। নিউজার্সিতে তিনি সার্জিক্যাল কোঅর্ডিনেটর। তিনি বলেন, ইসলামের সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে আমাকে পুনরায় অবহিত করা হয়েছে। আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, গুটিকতক ব্যক্তির অপকর্মের কারণে পুরো ধর্মকে অভিযুক্ত করা এমনিতেই অন্যায় থেকে কোন অংশে কম নয়। তিনি বলেন, আমাদের এখানে আমেরিকায় প্রতিদিন কোন না কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটছে। কিন্তু এর জন্য পুরো ধর্মকে দোষারোপ করা অন্যায়। একজন অতিথি যিনি গত চল্লিশ বছর ধরে পুলিশ বিভাগে কাজ করছেন, তিনি বলেন, এটি সারা পৃথিবীর জন্য এক বার্তা ছিল। এতে শান্তি , প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা এবং অধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযুগী নসীহত করা হয়েছে। আমাদের এখানে বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির চার লক্ষ ষাট হাজার মানুষ বসবাস করে। আজকের বাণীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল প্রতিবেশীর অধিকার সংক্রান্ত।

একজন ভদ্রমহিলার নাম হলো ডা. কিম্বর লে। তিনি ক্রিমিনোলোজিস্ট এবং একজন লেখিকা। সেই সাথে তিনি পিএইচডি করেছেন। তিনি বলেন, আজকের বক্তৃতায় শান্তি এবং ন্যায়ের বরাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা শোনার সুযোগ হয়েছে। বর্ণ ও জাতির ঊর্ধ্বে থেকে সবার ঐক্যের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। আজকের বক্তৃতায় আপনি ইসলামের প্রকৃত চেহারা আমাদের সামনে উপস্থান করেছেন। আর এর সার কথা হলো শান্তি, ন্যায়বিচার এবং সাম্যের পরিবেশ গড়ে তোলা। এরপর তিনি তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। আর অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন, আজকাল যারা যুলুম ও বর্বরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে আর ধর্মের নামে আমাদের সামাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে যে নৈরাজ্য ছড়াচ্ছে তাদের ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আর একথা জানা সব মানুষের জন্য একান্ত জরুরী।

এক ভদ্রমহিলা লরেন সাহেবা নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আমি ত্রিশ বছর ধরে এ এলাকায় বসবাস করছি। এখানকার অবস্থার পরিবর্তন নিজ চোখে দেখেছি। সাম্প্রতিক গোলাগুলির ঘটনা খুবই দুঃখ জনক। এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতে আর এমন অবস্থায় প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা এবং সহনশীলতার বার্তা অতি মহৎ একটি বার্তা ছিল। আমি আনন্দিত যে, আমাকেও এখানে আমন্ত্রিত করা হয়েছে। এখানে এসে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে আমার অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়েছে। মসজিদ এ এলাকায় একটি সুন্দর সংযোজন। এই মসজিদের পক্ষ থেকে আমাদের কোন ভয় নেই। এটি এক শান্তিপূর্ণ স্থান। আমি মুসলমান নই, কিন্তু আমি এই মসজিদে এসেছি আর আমাকে এখানে স্বাগত জানানো হয়েছে। এটাই আমাদের সমাজের প্রয়োজন। আমি বলতে চাই, এখন আপনাদের এখানে আরো অনুষ্ঠান হবে, সেসব অনুষ্ঠানে আপনারা মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও আমন্ত্রণ জানান।

আপনারা অধিকাংশই জানেন, এই মসজিদের উদ্বোধন ছাড়াও গুয়াতেমালায় হিউম্যানিটি ফার্স্টের একটি হাসপাতাল খোলা হয়েছে। এই হাসপাতালের

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও ছিল। সেখানেও কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে পরিচিতি হয়েছে। সেখানকার একজন সাংসদ যুক্তরাজ্যের জলসায় দু'বার এসেছেন। সেখানে তিনি বিমানবন্দরেও এসেছেন অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য। আর হাসপাতাল সম্পর্কেও খুবই ইতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেছেন। জামা'ত আমাদের দেশে হাসপাতাল খুলছে, বিভিন্ন কমিউনিটির সাথে ভালোবাসা ও ঐক্যের পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, এজন্য তিনি জামা'তের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। (এই এমপি সাহেবার নাম উল্লেখ করা হয় নি।)

রবার্ট কেনো সাহেব, প্যারাগুয়ের উপ-শিক্ষামন্ত্রী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করে তিনি বলেন, খুব ভালো অনুষ্ঠান ছিল। আমি সত্যিই খুবই অবাক হয়েছি যে, এটি এমন এক জামা'ত যারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এটিকে পূর্ণতা দিয়েছে এবং অভাবীদের জন্য সবকিছু করেছে। মানুষের জন্য এটি ব্যবহারিক ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। তিনি আরো বলেন, মানবতা যদি ভালোবাসার এই পন্থা অবলম্বন করে তাহলেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আর ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সংস্কৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখার ও জানার একটি ভালো অভিজ্ঞতা ছিল এটি। আহমদীয়া জামা'ত সংক্রান্ত মানুষের বহু প্রশ্ন ছিল, যেগুলোর উত্তর আমি এখানে এসে পেয়েছি। কয়েকবছর হলো আহমদীয়া জামা'ত প্যারাগুয়েতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের আমন্ত্রণেই তিনি প্যারাগুয়ে থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছেন।

এরপর গুয়াতেমালার একজন উপ মন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া গুয়াতেমালার এক ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন যার নাম হলো, ডায়না। তিনি বলেন, এ বক্তৃতায় গরীবদেরকে সাহায্য করার যে বার্তা ছিল, আমি নিজেও এর উপর আমল করব। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যে, ধর্মীয় শিক্ষা হলো, দরিদ্রকে সাহায্য করা। খলীফা তার বক্তৃতায় একথাই বলেছেন।

গুয়াতেমালার একজন সাংবাদিক বলেন, যে বিষয়টি আমাকে বেশী অভিভূত করেছে তা হলো, ধর্মে কোন বল প্রয়োগের সুযোগ নেই। আরেকটি বিষয় হলো, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যত্নবান হওয়া উচিত। আর আমাদেরও একে অপরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত-এ বাণীই আহমদীয়া জামা'তের ইমাম আমাদেরকে দিয়েছেন। এছাড়াও, আমাদের সবার অধিকার সমান, সবার উন্নতমানের জীবনযাপনের সুযোগ হওয়া উচিত।

এ্যাল পেরোদিকা (El Periodico) পত্রিকার একজন সাংবাদিক ফার্নান্ডো পিনেতা বলেন, বক্তৃতা আমার উপর সুগভীর প্রভাব ফেলেছে। আর সাক্ষাৎও খুব ভালো হয়েছে। নাসের হাসপাতালের প্রকল্পটি খুবই উন্নতমানের। আমাদের এই দেশে এধরনের আরো প্রকল্প হাতে নেওয়া উচিত।

একজন ব্যাংক কর্মকর্তা বলেন, তার অর্থাৎ খলীফার বক্তৃতার সারকথা ছিল সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন। আপনারা এখানে যে নাসের হাসপাতাল খুলেছেন, এটি এ সংক্রান্ত একটি মহান দৃষ্টান্ত এবং প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আরেকজন ব্যাংক ম্যানেজার বলেন, খুবই সুন্দর এবং সহজবোধ্য বাণী ছিল। পুরো মুসলিম উম্মতের পক্ষ থেকে তিনি এ বাণী দিয়েছেন। মানবতার সাহায্য করা সবার জন্য আবশ্যক। আরেকটি সুন্দর দিক হলো, আহমদীয়া জামা'তের দর্শন সম্পর্কে আজকে আমি পরিচিত হয়েছি। এখন এ সংক্রান্ত আরো জ্ঞান অর্জন করব।

গুয়াতেমালায় 'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স'-এর স্প্যানিশ সংস্করণও আরম্ভ হয়েছে। আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা এবং সেন্ট্রাল আমেরিকায় প্রায় চারশ' মিলিয়ন বা চল্লিশ কোটি মানুষ রয়েছে যারা স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে। স্পেনের দিকে যখন আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, এখানকার একজন নিষ্ঠাবান আহমদী যিনি গুয়াতেমালার প্রাথমিক আহমদীদের মধ্যে একজন, সেই ডেভিড সাহেব বলেন, আপনার দৃষ্টি স্পেনের দিকে নিবদ্ধ আছে যে, সেখানে ইসলাম প্রচার করতে হবে যার জনসংখ্যা হলো মাত্র চার কোটি অথচ অন্যান্য দেশগুলির লোক সংখ্যা চল্লিশ কোটি, এদিকে আপনার দৃষ্টি নেই। এরপর সেখানে মিশনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। জামেয়ার ছাত্রদের সেখানে পাঠানো আরম্ভ হয়। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যাহোক সেখানে রিভিউ অব রিলিজিয়ন্সের স্প্যানিশ সংস্করণ আরম্ভ করা হয়েছে।

এগুলি সব অ-আহমদী দের আবেগ-অনুভূতি ছিল। গুয়াতেমালায় স্প্যানিশ ভাষাভাষী বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে আহমদীরাও অংশগ্রহণ করেছেন। হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বা আমার সাথে সাক্ষাতের জন্যও বলতে পারেন। তাদের আবেগ অনুভূতিও অত্যন্ত আন্তরিক। আবেগঘন বহু অভিব্যক্তি রয়েছে যারা প্রথমবার যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। খেলাফতের প্রতি ভালোবাসা তাদের চোখ এবং তাদের হৃদয় থেকেও উপচে পড়ছিল।

মেক্সিকো থেকে আগত একজন নতুন বয়আত গ্রহণকারীনী লায়েরা মালদে সাহেবা মাত্র কিছুকাল পূর্বে বয়াত করেছেন। তিনি বলেন, গুয়াতেমালার এই সফরের পর একটি কথা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে চান আমি সেখানেই রয়েছি। এসম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে, আমি আধ্যাত্মিকভাবে এবং আবেগঅনুভূতির দিক থেকে পরিতৃপ্ত ও প্রশান্তি অনুভব করছি। অন্যান্য দেশের আহমদী ভাইবোনদের সাথে সাক্ষাৎ করে ঈমান সতেজ হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যুগ-খলীফার পিছনে নামায পড়ে আমার ঈমান আল্লাহ্ এবং আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের প্রতি আরো দৃঢ় হয়েছে। আমি এ রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকার বাসনা রাখি। আল্লাহ্ করুন যেন এমনই হয়।

এরপর মেক্সিকোর একজন নতুন বয়াতকারী আহমদী ইভান ফ্রান্সিস্কো সাহেব বলেন, আমরা খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে বয়আত করেছি এবং সেখানে মসজিদে বয়আত অনুষ্ঠানও হয়েছে। এটি এমন এক মুহূর্ত ছিল যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তখন দৈহিকভাবে আমার এমন মনে হয়েছে যেন আমার পুরো শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং আমি ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছি। এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার শরীরে বিদ্যুত খেলছে আর তা সঞ্চালনের সময় আমার ভেতরের সব পাপ সাথে নিয়ে গেছে। খোদার প্রতি আমরা যারপরনায় কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাদেরকে খেলাফত দান করেছেন। আমি জানি, পুণ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার এটি আমার প্রথম পদক্ষেপ যা আমার মাঝে এক পরিবর্তন আনবে।

মেক্সিকো থেকে আগত একজন নতুন বয়াতকারী মিগুয়েল এঞ্জেল সাহেব বলেন, সত্য কথা হলো, ইসলাম আহমদীয়াতে কোন সীমারেখা নেই। বিভেদ সৃষ্টিকারী কোন লাইন নেই যা আমাদেরকে পৃথক করতে পারে। আমরা সবাই ভাই-ভাই। পার্থক্য কেবল ভাষার, এছাড়া আমরা সবাই ভাই। খলীফায়ে ওয়াক্তের পিছনে নামায পড়ার সময় নিঃসন্দেহে আমরা দশ থেকে পনেরোটি দেশ থেকে আগত বিভিন্ন দেশের মানুষ ছিলাম। কিন্তু আমরা সবাই ছিলাম একতাবদ্ধ, এক খলীফার পিছনে নামায পড়ছিলাম।

এরপর ভিসিনতে ব্রিয়োনস সাহেব বলেন, আমি মেক্সিকো সিটি জামা'তের সদস্য। আমাকে যখন বলা হয় যে, গুয়াতেমালায় যাওয়ার সুযোগ আসছে, আমি খুবই আনন্দিত হই। আরসেখানে খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাৎ হবে শুনে আমার আনন্দে নতুন মাত্রা যোগ হয়। আমাদের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন আমি খুবই আনন্দিত হই যে, আমি তাঁর কাছে বসার অনেক সুযোগ পেয়েছি। আমি কিছুকাল পূর্বে মেক্সিকো সিটিতে বয়আত করেছিলাম। খলীফার হাতে বয়আত করা আমার জীবনে এমন এক ঘটনা যা ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। তিনি বলেন, আমি চোখের অশ্রু মুছতে গিয়ে বলি যে, এটি আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিন ছিল।

হন্ডুরাস থেকে আগত এক নতুন বয়আতকারিনী রোযা ডেলমী সাহেবা বলেন, প্রথমবার আমার দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। এত দীর্ঘ সফর করতে হয়েছে যে, হন্ডুরাস থেকে গুয়াতেমালা যেতে আমার ১৬ ঘন্টা লেগেছে। সফরের সময় বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু জামা'তের মসজিদ এবং খলীফায়ে ওয়াক্তকে দেখতেই সফরের কষ্টের অনুভূতি তাৎক্ষনিকভাবে মন থেকে দূর হয়ে যায়। জামা'তের খুব ভালো এবং খুবই প্রিয় লোকদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। যারা আমার সাথে পরিবারের সদস্যের মতো ব্যবহার করেছেন। আমেরিকা থেকে আগত এক আহমদী মহিলা আমাকে বলেন যে, আমি তার কন্যা সদৃশ। এই সফরের সর্বোত্তম দিকটি হলো খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাৎ। আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন কথা বলি নি। আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি এক পৃথক জগতে রয়েছি। আমি চাচ্ছিলাম যে, আমি শুধু বসে বসে দেখব আর কথা শুনব। এটি এমন এক অভিজ্ঞতা যা অবর্ণনীয়। এই সফরকালে জামা'তের শিক্ষা সম্পর্কে আমার জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সেখানে আমরা নযম পড়ারও সুযোগ পেয়েছি।

এরপর রয়েছেন এডউইন আরমান্ডো সাহেব। হন্ডুরাসেরই অধিবাসী তিনি। তিনি বলেন, এই সফরে যে বিষয়টি সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হলো- খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। (হুযূর বলেন, আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন সেগুলোর উত্তর দেওয়া হয়েছে)।

ইকুয়েডর এর নতুন বয়আতকারী এক আহমদী বলেন, খলীফায়ে ওয়াক্তের উপস্থিতিতে এক বিরল ধনভান্ডার আমি প্রদত্ত হয়েছি। আধ্যাত্মিক আনন্দ ও প্রশান্তির প্রেরণা আমার হৃদয়ে গ্রথিত হয়েছে। অনেক শান্তি লাভ করেছি। বয়আত চলাকালে তিনি যখন তাঁর পবিত্র হাত আমার হাতের ওপর রেখেছেন, এটি এমন এক সৌভাগ্য এবং অভিজ্ঞতা যা পূর্বে কখনো লাভ করি নি।

ইকুয়েডর থেকে এক লাজনা সদস্যা যিনি এক বছর পূর্বে বয়আত করেছেন তিনি বলেন, গুয়াতেমালা সফর আমার এবং আমার ছেলের জন্য খুবই সুখকর ছিল। প্রথমবার যখন খলীফায়ে ওয়াক্তকে দেখি, সেটি আমার জন্য বিশেষ মুহূর্ত ছিল। আমাদের মাঝে শান্তি, ভালোবাসা এবং ধৈর্যের চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। মুলাকাত চলাকালে আমার ছেলে যখন খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে আলিঙ্গন করে তখন আমার খুব আনন্দ হয়। আমরা এটিকে আমাদের জন্য সৌভাগ্য এবং বরকতের কারণ মনে করি। ইকুয়েডর-এ আমাদের ফিরতি সফর আবেগঘন হবে কেননা আহমদী ভ্রাতাগণ এবং খলীফায়ে ওয়াক্তের কথা অনেক মনে পড়বে। আমরা আশা করি পুনরায় আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

এরপর গুয়াতেমালার একজন নতুন বয়আতকারী সোলায়মান রোড্রিগেয সাহেব বলেন, খলীফাতুল মসীহ্র গুয়াতেমালায় আগমণ আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের কারণ। আমাদের জামা'তের ওপর এটি খোদার কৃপা যে, তিনি এখানে এসেছেন। আমরা যখন জানতে পেরেছি যে, তিনি গুয়াতেমালা আসছেন, তখন আমাদের আনন্দের কোন সীমা ছিল না। আমার মাঝে এক আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা সৃষ্টি হওয়া আরম্ভ হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমি নিজের মাঝে অনেক পরিবর্তন অনুভব করছি।

গুয়াতেমালার একজন নতুন বয়আতকারীনি লিসা পিনতো সাহেবা বলেন, আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, খলীফাতুল মসীহ্ গুয়াতেমালা এসেছেন। এটি আমার জন্য বড়ই গর্ব এবং সম্মানের কারণ আর এক মহান অভিজ্ঞতা। আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেছে।

এরপর গুয়াতেমালারই এক ব্যক্তির নাম হলো ডোসিঙ্গো তিউল সাহেব। তিনি বলেন, আমি 'কেবুন' জামা'তের সদস্য। খলীফায়ে ওয়াক্তের এখানে আগমনে আমি নিজেকে ঈমান এবং আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ পেয়েছি। আমি খুবই আনন্দিত যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সময় অতিবাহিত করার আমার সুযোগ হয়েছে। তিনি মাত্র স্বল্পকাল পূর্বে আহমদী হয়েছেন। খুবই আবেগ জড়িত কণ্ঠে আমাকে বলছিলেন যে, আমাদের এলাকায় অনেক দরিদ্র মানুষ রয়েছে। তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে। রাস্তাঘাটও নেই খুব একটা। দোয়া করুন আর মুবাল্লেগও প্রেরণ করুন যেন এই এলাকার মানুষ এবং আমার জাতির মানুষ আহমদী মুসলমান হয়। আর খোদার যে নেয়ামত এবং কৃপা আমার ওপর হয়েছে তাতে যেন আমার জাতিও ধন্য হয়। খুবই আবেগের সাথে দোয়ার অনুরোধ করেন। খোদা তা'লা করুন সেখানেও যেন জামা'ত বিস্তার লাভ করে।

গুয়াতেমালা থেকেই তিউল মারতিযা সাহেবা বলেন, পূর্বে খলীফাতুল মসীহ্কে শুধু ছবিতে দেখেছি,এখন কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তাঁর কাছে বসার সুযোগ হয়েছে। নিজের মাঝে অনেক পরিবর্তন অনুভব করছি।

ক্লডিয়া সাহেবা বলেন, আমি খুবই আনন্দিত। নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করি। আল্লাহ্ তা'লা আমার ওপর ফযল করেছেন। আমার আবেগ-অনুভূতি উপস্থাপনের ভাষা নেই আমার কাছে। তার নিজের ঈমান এবং নিষ্ঠার বৃদ্ধির জন্যও দোয়ার অনুরোধ করেছেন।

মেক্সিকোর চিয়াপস থেকে খাদীজা সাহেবা বলেন, আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যে, খলীফাতুল মসীহ্র সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ হয়েছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। ইসলামের প্রতি আমার ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে। বয়আতের পর আমার ঈমান নতুনভাবে সঞ্জীবিত হয়েছে। আমি দোয়ার অনুরোধ করছি, আমার এবং পুরো চিয়াপস জামা'তের ঈমান এবং অন্তর্দৃষ্টি যেন দৃঢ় হয়।

ইয়াসমিন গোমেয সাহেবা বলেন, খুবই সুন্দর স্মৃতি। এবং সুন্দর অভিজ্ঞতা এটি। আমি এতটা আবেগাপ্লুত ছিলাম যে, আনন্দে আমার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে আসছিল। এ এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা। এই সাক্ষাতের পর আমার জীবনে পরিবর্তন আনার সুযোগ হবে।

এরপর রয়েছেন সুরাইয়া গোমেস সাহেবা। তিনি বলেন, আমার আবেগ-অনুভূতি এমন যা হৃদয়ের গভীর থেকে ফুটে উঠছে। অনেক বড় অভিজ্ঞতা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ঈমান এবং নিষ্ঠায় দৃঢ় করুন।

মেক্সিকোর একজন নতুন বয়আতকারী ফুয়ুয খুসুস সাহেব বলেন, জামা'তের সাথে সম্পর্ক স্থাপন অনেক বড় একটি নেয়ামত। আমার সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া শুনেছেন। আমি অন্ধকারে ছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এবং আমার পরিবারকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন। নিজের জীবনে পরিবর্তন আনার সুযোগ আমার হয়েছে। আর আমি ইবাদত ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি এবং সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছি।

লায়লা লতীফ সাহেবা রয়েছেন একজন। তিনি বলেন, পূর্বে টেলিভিশনের মাধ্যমেই খলীফাকে জানতাম। আর এখন সাক্ষাৎ করার পর আবেগ এবং অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পানামা থেকে এক ব্যক্তি এসেছেন। তার নাম হলো হেলি দোরো। তিনি তার স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, সাক্ষাতের দিনটি আমার জীবনে খুশিতে পরিপূর্ণ একটি দিন ছিল যা ভাষায় বর্ণনা করার মতো নয়। তিনি গভীর ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা প্রকাশ করেন।

বেলিয থেকে এক প্রতিনিধি দল এসেছিল। তাদেরই একজন গোল্ডা মাটিনা সাহেবা বলেন, এটি খুবই আকর্ষণীয় এবং আশিসময় উপলক্ষ্য ছিল। আমি গভীরভাবে আবেগাপ্লুত ছিলাম। এই সফর চিরদিন স্মরণ থাকবে।

আরেকজন সদস্য নিকোলভেলিস সাহেবা বলেন, খুবই আবেগঘন সাক্ষাৎ ছিল। খলীফা আমাকে যুক্তরাজ্য জলসায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি এজন্য খুবই আনন্দিত।

লাজনার আরেক সদস্যা হলেন ফ্লোরেন্টিনা। তিনি বলেন, এটি গভীর আনন্দের এক উপলক্ষ্য ছিল। খলীফার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, আমি আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করেছি।

তেরো বা চৌদ্দ বছর বয়স্ক এক মেয়ে বলে যে, পূর্বে আমার আশঙ্কা ছিল যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের সামনে কোথাও এমন কথা বলে না বসি যার জন্য আমাকে লজ্জিত হতে হয়, কিন্তু সাক্ষাৎ খুব ভালো হয়েছে। তাদের মাঝে খেলাফতের প্রতি খুবই শ্রদ্ধা এবং সম্মান ছিল। এরপর এই মেয়েরা 'হে দান্তে কিবলনুমা' নযমও উপস্থাপন করে। অনুরূপভাবে আরো অনেক মহিলা এবং পুরুষ রয়েছেন, বিভিন্ন দেশ থেকে তারা এসেছেন। গুয়াতেমালার মানুষও ছিল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তারা এসেছিলেন। গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ছিল তাদের মাঝে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। তাদেরকে প্রকৃত অর্থে আহমদী হওয়ার তৌফিক দিন।

যুক্তরাষ্ট্র মিডিয়া টীমের পক্ষ থেকে (কভারেজ দেওয়া হয়েছে)। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে যুক্তরাষ্ট্র মিডিয়া টীম খুব ভালো কাজ করেছে। প্রচার মাধ্যমের সাথে তাদের ভালো যোগাযোগও রয়েছে। যদিও এখন এতে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে, কিন্তু পূর্বে যে টীম ছিল, সেই টীমও খুব ভালো কাজ করেছে। আমেরিকায় টেলিভিশনের মাধ্যমে ২৮ লক্ষ ৬৯ হাজারের অধিক মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পেঁৗছেছে। রেডিও প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৫৩ লক্ষ ৯৮ হাজার মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। ডিজিটাল ফোরাম, ওয়েব সাইট এবং সোশাল মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ২০ লক্ষ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। পত্র পত্রিকায় আমার সফরের প্রেক্ষাপটে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে ৪৫টি নিবন্ধ ছেপেছে। এগুলোর মাঝে প্রসিদ্ধ পত্রিকা দ্যা বাল্টিমোর সান, দ্যা ফিলাডেলফিয়া এনকোয়ারার, রিলিজিওন নিউজ সার্ভিস এবং হিউস্টন ক্রনিক্যাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে তাদের ধারণা অনুযায়ী ১০ মিলিয়নের অধিক মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে।

গুয়াতেমালায়ও মিডিয়া কভারেজ ভালো ছিল। গুয়াতেমালার জাতীয় পত্রিকা প্রেন্সালিবার, যার দৈনিক প্রচার সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজার এবং পাঠক সংখ্যা ৪০ লক্ষেরও অধিক, ২৪ অক্টোবর তারিখের সংখ্যায় তাদের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় নাসের হাসপাতালের খুব সুন্দর ছবি ছেপেছে আর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রতিবেদন ছাপিয়েছে। আরেকটি জাতীয় পত্রিকার কলামিস্ট নাসের হাসপাতালের প্রেক্ষাপটে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এল পেরিয়ডিকো' জাতীয় পত্রিকায়ও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। গুয়াতেমালার জাতীয় টেলিভিশনে আমার সম্পর্কে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে । হাসপাতাল সম্পর্কে পরিচিতিমূলক প্রতিবেদনও তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয় রেডিও চ্যানেলেও প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এক ধারণা অনুসারে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রচার মাধ্যম, পত্র পত্রিকা এবং টেলিভিশন চ্যানেল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রায় ৩২ মিলিয়ন মানুষের কাছে নাসের হাসপাতালের উদ্বোধনের প্রেক্ষাপটে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। এছাড়া সোশাল মিডিয়া অর্থাৎ টুইটার, ইন্সটাগ্রাম এবং ইউটিউবের মাধ্যমে ২৩ লক্ষ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সকল অর্থে এই সফর আশিসময় এবং সফল ছিল। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও এর ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশ করুন।

নামাযের পর আমি এক জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি শ্রদ্ধেয় সোয়াদোগো ইসমাঈল সাহেবের জানাযা, যিনি বুর্কিনা ফাসোর অধিবাসী ছিলেন। ১৪ নভেম্বর ফজরের নামাযের জন্য তিনি ঘর থেকে বের হন। রাস্তায় হার্ট এট্যাক হলে তিনি রাস্তায় পড়ে যান। পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু প্রাণ রক্ষা হয় নি। তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'।

১৯৬৪ সনে তার জন্ম হয়। ১৯৯৪ সনে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। সবসময় মিশন হাউসের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করতেন। মিশন হাউস যখন নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয় তখন তিনি এর পাশেই ঘর ভাড়া নেন। সবসময় আযান দেওয়ার জন্য মসজিদে আসার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতেন। জলসা সালানায় মানুষকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগানোর ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকতেন। সুললিত কণ্ঠে তিনি আযান দিতেন। এই কারণে কেউ কেউ তাকে সৈয়্যদনা বেলাল বলা আরম্ভ করে। প্রত্যেক বছর রমজান মাসে এতেকাফ করতেন। নিয়মিত নামায পড়ার বিষয়ে খুবই যত্নবান থাকতেন। অন্যদের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষণ করতেন। সেখানে ছেলেদের হোস্টেল রয়েছে, তাতে ফজরের নামাযের পূর্বে ছেলেদের নামাযের জন্য জাগাতেন। আযান দিতেন। মসজিদের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে খুবই যত্নবান ছিলেন। লাহোরে মসজিদে যখন হামলা হয়, শাহাদতের ঘটনা যখন তিনি শুনেন, তার ওপর সুগভীর প্রভাব পড়ে, অনেক কাঁদেন। বারবার বাসনা ব্যক্ত করেন যে, তিনিও যদি এই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেতেন! জামা'তী কাজে সবসময় অগ্রগামী থাকতেন। ২০০৪ সনে যখন আমি সেখানে সফরে যাই তখন নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকতেন। একবার অনুষ্ঠান চলাকালে কর্তব্যরত অবস্থায় যখন আমি বক্তৃতা করছিলাম , তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যান। হয়ত কিছু খান নি বা সোজা দাঁড়িয়ে থাকার কারণে এমন হয়েছিল। যাহোক যেকোন কারণে তিনি পড়ে যান। এই পড়ে যাওয়া সম্পর্কে সবসময় পত্রে একথা লিখতেন যে, আমি সেই ব্যক্তি যে পড়ে গিয়েছিল। খুবই নিবেদিত প্রাণ এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি খেলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন, আহমদীয়াতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। তিনি বনবিভাগে নিরাপত্তা রক্ষী ছিলেন। তার দাফনের সময় সেন্ট্রাল মেয়রের পক্ষ থেকে বন বিভাগের কমান্ডিং অফিসার খুব সুন্দরভাবে তার সেবামূলক কর্মকান্ডকে সবার সামনে তুলে ধরে বলেন যে, ইসমাঈল সাহেব এক বিশ্বস্ত, ঈমানদার এবং নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খুব সুন্দরভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করতেন। আল্লাহ্তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন।

তিনি তার প্রথম স্ত্রীর পক্ষ থেকে এক ছেলে এবং এক মেয়ে আর দ্বিতীয় স্ত্রীর পক্ষ থেকে দুই মাসের এক কন্যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে যান। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং রূহের মাগফিরাত করুন আর তার সন্তানসন্ততিকে নিজের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান দিন।

*****❖ *****❖ *****❖ *****

জুমআর খুতবা

আনুগত্য এবং নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা বদরী সাহাবীবৃন্দ

“একটি হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে যে, বদরী সাহাবীরা যা খুশি কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।”

মহানবী (সা.)-এর বদরী সাহাবীবৃন্দের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

আল্লাহ্ তা’লা এই সকল সাহাবীগণের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করতে থাকুন এবং তাঁদের পুণ্য, ত্যাগ-স্বীকার ও নিষ্ঠা অনুসারে আমাদেরকে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৩শে নভেম্বর , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২৩ নবুয়ত , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহুদ, তাউজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন: আজ থেকে পুনরায় আমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ আরম্ভ করব। সর্বপ্রথম যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হল হযরত সীনান বিন আবি সীনান (রা.)। তার সম্পর্ক ছিল বনু আসাদ গোত্রের সাথে আর বনু আব্দে শামসের তিনি মিত্র ছিলেন। বদরের যুদ্ধ, ওহুদ, খন্দক আর হুদায়বিয়া সহ মহানবী (সা.) যত যুদ্ধের সম্মুখিন হয়েছেন এসব যুদ্ধে তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর সফর সঙ্গী ছিলেন। বায়তে রিজওয়ানে সর্বপ্রথম কে বয়আত করেছেন সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর প্রথম বয়আত করেছিলেন আর কেউ কেউ হযরত সালামা আল আকওয়ার নাম উল্লেখ করে। কিন্তু ওয়াকিদির মতে হযরত সীনান বিন আবি সীনানই সর্বপ্রথম বয়আত করেছিলেন। আর কারো কারো মতে হযরত সীনানের পিতা সর্বপ্রথম বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। যাহোক, ইতিহাসে যা উল্লিখিত আছে তাহল বয়আতে রিজওয়ানে মহানবী (সা.) যখন মানুষের বয়আত নেওয়া আরম্ভ করেন তখন হযরত সীনানও (রা.) হাত প্রসারিত করেন যে আমার বয়আত নিন। এতে মহানবী (সা.) বলেন, কোন শর্তে বয়আত করছো? হযরত সীনান (রা.) নিবেদন করেন, আপনার হৃদয়ে যা আছে। মহানবী (সা.) তাকে প্রশ্ন করেন, আমার হৃদয়ে কি আছে তা কী তুমি জান? মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যের প্রভাবও ছিল সাহাবীদের ওপর, তখন তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হয়তো বিজয় অথবা শাহাদত বরণ, এ দু’টোর একটি শর্তে বয়আত করছি। অন্যরাও তখন বলা আরম্ভ করেন, যে শর্তে হযরত সীনান (রা.) বয়আত করছেন আমরাও ঠিক একই শর্তে বয়আত করছি।

(রাওযুল আনাফ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত থেকে প্রকাশিত) (সীরাতুল হালবকীয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৯,) (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৬১)

জ্যেষ্ঠ মুহাজের সাহাবীদের একজন ছিলেন হযরত সীনান (রা.)।

(সীরাত ইবনে কাসীর, পৃ: ২৮০) (তারিখুল ইসলাম ও ওয়াফফিয়াতুল মাশাহের ওয়াল আলাম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭১) দারুল কিতাবুল আরবী, বেরুত থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত)

তালেহা বিন খোয়ালেদ নবুওয়াতের দাবি করলে সর্বপ্রথম হযরত সীনান (রা.) পত্র লিখে মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন, যিনি সেই সময় বনু মালেকে রসূলুল্লাহর যাকাত সংগ্রহকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

(তারিখুত তিবরী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৫, ২০০২ সালে দারুল ফিকর দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত)

দ্বিতীয় সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত মেহজা, যিনি হযরত উমরের ক্রীতদাস ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল হযরত সালেহ। বদরের যুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথম শহীদ হয়েছিলেন। তার সম্পর্ক ছিল ইয়ামেনের সাথে। প্রারম্ভে বন্দী অবস্থায় তাকে হযরত উমরের কাছে আনা হয়, তখন হযরত উমর (রা.) অনুগ্রহ বশত তাকে মুক্ত করেন। তিনি সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের একজন ছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশ নেন আর তার আরেকটি অনন্য সম্মান হল যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি ইসলামী সেনাবাহিনীর সর্বপ্রথম শহীদ ছিলেন। দুই সারির মাঝে অবস্থান করছিলেন, হঠাৎ করে একটি তীর তার গায়ে বিদ্ধ হয় এবং এতেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। আমার বিন হাজমী তাকে শহীদ করেছে অর্থাৎ তার তীরে তিনি বিদ্ধ হন। হযরত সাঈদ বিন মুসায়েবের বর্ণনা অনুসারে হযরত মেহজা যখন শহীদ হন তার মুখে এই শব্দ উচ্চারিত হচ্ছিল انا مهجع والى ربى ارجع অর্থাৎ আমি মেহজা আর আমার মনিবের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছি। হযরত মেহজা সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল যে وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ (আল আনআম: ৫৩) তুমি সেসব লোকদের বিতাড়িত করো না যারা তাদের প্রভুকে তার সন্তুষ্টির সন্ধানে সকালেও ডাকে আর সন্ধায়ও। এছাড়া নিম্ন লিখিত সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরত বেলাল, হযরত সুহায়েব, হযরত আম্মার, হযরত খুব্বাব, হযরত উতবা বিন গাজওয়ান, হযরত আওছ বিন খাওলী, হযরত আমের বিন ফোহেরা।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৯-৩০০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত) (উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৬৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ২০০৩ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত) (কুনযুল আমাল, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪০৮, মোয়েসাসাতুর রিসালা দ্বারা ১৯৮৫ সারে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

এর অর্থ এই নয় যে, নাউযুবিল্লাহ এই যে আয়াত নাযিল হয়েছে সে আয়াত এ কারণে হয়েছে যে, মহানবী (সা.) গরীবদেরকে নাউযুবিল্লাহ বিতাড়িত করতেন, গরীবদের জন্য তাঁর সম্মান, শ্রদ্ধা ও স্নেহ ছিল অতুলনীয় ও অসাধারণ যা হাদীস থেকে এসব গরীবদের নিজেদের উক্তির বরাতে আমরা জানতে পারি। এই আয়াতে সত্যিকার অর্থে সেইসব সম্পদশালী এবং ধনীদের খণ্ডন রয়েছে যারা বেশি সম্মান চাইত, তারা চাইত যে তাদেরকে বেশি সম্মান করা হোক, শ্রদ্ধা করা হোক। এর উত্তরে তখন আল্লাহ্ তা’লা বলেন যে, আমি রসূলকে এটি বলে রেখেছি আর তাঁর নির্দেশ এটিই যে, দরিদ্র মানুষ যারা যিকরে এলাহী এবং ইবাদতে অগ্রগামী রয়েছে তাদের সম্মান এবং শ্রদ্ধা খোদার দৃষ্টিতে তোমাদের সম্পদ এবং পারিবারিক সম্মানের চেয়ে বেশি, বংশগত সম্মানের চেয়ে বেশি আর আল্লাহ্‌র রসূল তাই করেন যা করার নির্দেশ তাকে আল্লাহ্ তা’লা দেন। অতএব এই আয়াতের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে এই উত্তর দেওয়া হয়েছে সেইসব সম্পদশালীকে যারা মনে করতো যে তারা উঁচু মর্যাদার অধিকারী অর্থাৎ তোমাদের সম্মান এবং তোমাদের সম্পদের প্রতি আল্লাহ রসূল ভ্রুক্ষেপ করেন না। তাঁর দৃষ্টিতে এরাই প্রিয়।

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত আমের বিন মুখাল্লাদ (রা.)। তার মায়ের নাম ছিল আম্মারাহ বিনতে খানসা। খাজরাজ গোত্রের বনু মালেক বিন নাজ্জার শাখার সাথে তার সম্পর্ক। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে তিনি অংশ নেন আর ওহুদের দিন তিনি শাহাদত বরণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

আরেক সাহাবী ছিলেন হযরত হাতেব বিন আমর বিন আবদে কায়েস আব্দে শামস। তার ডাক নাম ছিল আবু হাতেব, তার গোত্র বনু আমের বিন লুইয়ার শাখা ছিল। তার মাতা আসমা বিনতে হারেস বিনতে নওফল ছিলেন আশজে গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হযরত সুহেল বিন আমার, হযরত সালিত বিন আমর এবং হযরত সিকরান বিন আমর তার ভাই ছিলেন। হযরত হাতেব বিন আমরের সন্তানদের মাঝে ছিল আমের বিন হাতেব, তার মা ওয়াইতা বিনতে আলকামা ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৬২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ২০০৩ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

মহানবী (সা.)-এর দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বে তিনি হযরত আবু বকরের তবলীগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইথিওপিয়ার দিকে দু’বার হিজরত করেছেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে প্রথম হিজরতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ইথিওপিয়ায় যান তিনি হযরত হাতেব বিন আমের বিন আব্দে শামস ছিলেন। তিনি যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন হযরত রাফা বিন আব্দেল মুনজের যিনি হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দেল মুনজেরের ভাই ছিলেন তার ঘরে অবস্থান করেন। বদরের যুদ্ধে তার ভাই হযরত সালিত বিন আমরের সাথে যোগদান করেন আর ওহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত) (সীরাত ইবনে হিশশাম, পৃ: ১১৭-১১৯, বাব ইসলাম আবি বাকার ওয়া মান মাআহু মিনাস সাবেকীন)

মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত সওদা বিনতে যামা’-র বিয়ে করিয়েছেন হযরত সালিত বিন আমর। কারো কারো মতে হযরত হাতেব বিন আমর বিয়ে করিয়েছেন আর সেসময় মোহরনা যা নির্ধারিত হয়েছিল তা ছিল চারশত দেরহাম।

এই বিয়ের বিশদ বর্ণনা তাবকাতুল কুবরায় এভাবে উল্লিখিত আছে যে, হযরত সওদার প্রথম স্বামী হযরত সাখরান বিন আমর যিনি হযরত হাতেব বিন আমরের ভাই ছিলেন, তিনি ইথিওপিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসার পর মক্কায় তার ইন্তেকাল হয়। হযরত সওদার 'ইদ্দাত' (স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য নির্ধারিত সময়কাল) পূর্ণ হওয়ার পর মহানবী (সা.) তার কাছে বিয়ের বার্তা পাঠান। তখন হযরত সওদা নিবেদন করেন যে, আমার বিষয়টি আপনার হাতে ন্যাস্ত। এতে মহানবী (সা.) বলেন, তোমার গোত্রের কোন পুরুষকে নিযুক্ত কর, যেন তিনি আমার কাছে হযরত সওদাকে বিয়ে দিতে পারেন। তখন হযরত সওদা (রা.) হযরত আমর বিন হাতেবকে নিযুক্ত করেন। এভাবে হযরত হাতেব (রা.) হযরত সওদাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে বিয়ে দেন। হযরত খাদিজা (রা.)-এর পর সর্বপ্রথম মহিলা ছিলেন হযরত সওদা (রা.) যাকে মহানবী (সা.) বিয়ে করেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৬৬১, বাব যিকুরু আযওয়াজু) (আততাবকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

হুদায়বিয়া নামক স্থানে যেখানে বয়আতে রেজওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন।

(কিতাবুল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯২, বাব গাযওয়ায়ে হুদাইবিয়া)

একজন সাহাবী ছিলেন হযরত আবু খুজায়মা বিন আওস। তার মায়ের নাম ছিল আমর বিনতে মাসউদ। হযরত মাসউদ বিনতে আউসের তিনি ভাই ছিলেন। হযরত মাসউদ বিন আউসও বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দক সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) এর খেলাফতকালে তার মৃত্যু হয়েছে।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত তামীম মওলা খেরাশ। তিনি হযরত তামীম খেরাশের মুক্ত দাস ছিলেন। মহানবী (সা.) তার এবং হযরত খাব্বাব বিন উতবার মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

হযরত মুনযের বিন কোদামা ছিলেন অপর এক সাহাবী। হযরত মুনযের বিন কোদামার সম্পর্ক বনু গানাম গোত্রের সাথে ছিল। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লামা ওয়াকিদির মতে বনু কায়েনকার বন্দীদের দেখাশোনার জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৭২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

এরপর হযরত হারেস বিন হাতেব ছিলেন অপর এক বদরী সাহাবী। যিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তার ডাক নাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ, তার মায়ের নাম ছিল উমামা বিনতে সামেত। তার সম্পর্ক ছিল আনসারের আওস গোত্রের সাথে। তিনি হযরত সালেবা বিনতে হাতেবের ভাই ছিলেন। হযরত হারেস বিন হাতেব এবং হযরত আবুল লুবাবা বিন আব্দেল মুনজের মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধের জন্য যাচ্ছিলেন, রওহা নামক স্থানে মহানবী (সা.) হযরত আবুল লুবাবা বিন আব্দুল মুনজেরকে মদীনার শাসক এবং হারেস বিন হাতেবকে বনু আমের বিন আউফের আমীর নিযুক্ত করে মদীনায় ফেরত পাঠান তথাপি তাদের উভয়কে বদরের সাহাবীদের মাঝে গণ্য করে মালে গনীমত থেকে অংশ দিয়েছেন। হযরত হারেস বিন হাতেব বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ বয়আতে রেজওয়ানেও মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণের সম্মান তার লাভ হয়েছে। বদরের যুদ্ধের জন্য তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছিলেন আর অংশ গ্রহণের পুরো সদিচ্ছাও ছিল, মহানবী (সা.) যদিও তাকে আমীর নিযুক্ত করে ফেরত পাঠিয়েছেন কিন্তু তাকে বদরী সাহাবীদের মাঝেই গণ্য করেছেন অর্থাৎ বদরে যারা যোগদান করেছেন তাদের মাঝে গণ্য করেছেন। খায়বারের যুদ্ধ চলাকালে এক ইহুদী দুর্গের ওপর থেকে তাকে তীর ছুড়ে যা হযরত হারেস বিন হাতেবের মাথায় লাগে এর ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

হযরত সালেবা বিন জায়েদ আরেকজন সাহাবী ছিলেন, আনসারের বনু খাজরাজ গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। বদরের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত সাবেত বিন আল জিজয়ুর তিনি পিতা ছিলেন। হযরত সালেবা বিন জায়েদের উপাধি ছিল আলজিজ। তার দৃঢ় সংকল্প এবং মনোবলের কারণে তাকে 'আলজিজ' বলা হত অর্থাৎ 'জিজা' বলা হয় বৃক্ষের মজবুত কাণ্ডকে এবং ছাদের কড়িকাঠকেও বলা হয়। যাহোক, তিনি খুব শক্তিশালী হৃদয়ের এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন, তাই তাকে আলজাজ উপাধি দেওয়া হয়েছে। হযরত সালেবা বিন জায়েদ সংক্রান্ত অন্য কোন রেওয়ায়েত সংরক্ষিত নেই।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত) (Arabic-English Lexicon by Edward William Lane part 2 page 396, librairie du liban 1968)

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত উকবা বিন ওয়াহাব (রা.)। হযরত উকবা বিন ওয়াহাবকে ইবনে আবি ওয়াহাবও বলা হয়। তিনি বনী আব্দে শামস গোত্রে আব্দে মুনাফের মিত্র ছিলেন। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

মদীনায় ইহুদীদের একটি গোত্র মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসলে তিনি (সা.) তাদেরকে তবলীগ করেন, যা তারা প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করে। তখন যেসব সাহাবী তাদেরকে এই সরাসরি অস্বীকারের জন্য ধিক্কার জানান তাদের মাঝে উকবা বিন ওয়াহাবও ছিলেন। ঘটনার বিবরণ এভাবে পাওয়া যায় যে, একবার মহানবীর কাছে নোমান বিন আজা, বাহারি বিন আমর এবং শাআস বিন আদি আসে। মহানবী (সা.) তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন, তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকেন, ইসলামের তবলীগ করেন এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেন। এতে তারা বলে হে মোহাম্মদ (সা.)! আপনি আমাদেরকে কিসের ভয় দেখান, আমরা তো আল্লাহ্‌র পুত্র এবং তাঁর প্রিয়ভাজন, যেমনটি কি না খ্রিষ্টানরাও বলেছিল। আল্লাহ তা'লা তাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ করেন

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ
وَالنَّصَارٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۔

ইহুদী, খ্রিষ্টানরা বলে যে, আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়ভাজন, তুমি বল তাহলে তিনি কেন তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে শাস্তি দেন, না, বরং তোমরা তার সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত , তোমরা শুধু মানুষ, যাকে চান তিনি ক্ষমা করেন, যাকে চান শাস্তি দেন আর নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডল আর এ দু ইয়ের মাঝে যা আছে এর রাজত্ব কেবল আল্লাহ্‌রই। অবশেষে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। (আল মায়েদা : ১৯)

ইবনে ইসহাকের মতে মহানবী (সা.) ইহুদী গোত্রকে যখন ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান আর তাদেরকে এই বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেন আর শিরকের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে যখন তাদেরকে ভয় দেখান, তখন তারা শুধু মহানবী (সা.)-কেই না বরং তাঁর আনীত শিক্ষাকেও অস্বীকার করে। তখন হযরত মা'জ বিন জাবল, হযরত সাদ বিন উবাদ এবং হযরত উকবা বিন ওয়াহাব ইহুদীদেরকে বলেন, হে ইহুদীরা! আল্লাহকে ভয় কর, খোদার কসম! তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.), তোমরা নিজেরা তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আগমন সম্পর্কে আমাদের সামনে বলতে এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করতে। এতে রাফে বিন হোরাইমেলা এবং ওয়াহাব বিন ইহুজা বলে আমরা তো কখনও তোমাদেরকে এটি বলি নি। আর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুসার পর কোন কিতাবও অবতীর্ণ করেন নি এবং করবেনও না। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুসার পর কোন শুভ সংবাদদাতা এবং কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করেন নি আর করবেনও না।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ২৬৫-২৬৬)

অর্থাৎ তারা পরিস্কার অস্বীকার করে অথচ তাদের তওরাতে এই সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আজকালকার কতক মুসলমান আলেমেরও অবস্থা একই, যারা মসীহ্ মওউদকে মানতে অস্বীকার করে চলেছে। ইতিপূর্বে তাঁর আগমন সম্পর্কে হৈচৈ করত আর এখন বলে যে, কেউ আসবে না।

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত হাবীব বিন আসওয়াদ। হযরত হাবীব বিন আসওয়াদ বিন সাদ আনসার গোত্র বনু হারামের মুক্ত দাস ছিলেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। তার কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। খুবায়েব নামেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৭১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮)

এরপর এক সাহাবী হলেন হযরত হুসায়মা বিন আনসারী। হযরত হুসায়মার সম্পর্ক বনু সুজা গোত্রের সাথে ছিল। বনু গানাম বিন মালেক বিন নাজ্জারের মিত্র

ইমামের বাণী

"যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমানেরা কুরআন শরীফের পূর্ণ অনুসরণ ও অনুগমণ করবে তারা কোন উন্নতি করতে পারবে না।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭৯)

দোয়াপ্রার্থী:

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি (আসাম)

ছিলেন। তিনি বদর, ওহুদ আর খন্দক সহ সকল যুদ্ধে মহানবীর সাথে ছিলেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ানের যুগে ইন্তেকাল করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

হযরত রাফে বিন হারেস ছিলেন একজন সাহাবী। তার নাম রাফে বিন হারেস বিন সাওয়াদ। আনসারের বনু নাজ্জার গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে মহানবীর সাথে ছিলেন। হযরত উসমানের খিলাফতকালে তার ইন্তেকাল হয়। হযরত রাফে বিন হারেসের এক পুত্র ছিল, যার নাম ছিল হারেস।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

আরেক সাহাবী হলেন হযরত রুখায়লাবা বিন সালেবা আনসারী। তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী সাহাবী ছিলেন। তার নাম বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ বলে রুখায়লা, কেউ বলে রুযায়লা আর কেউ বলে রুহায়লা ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পিতার নাম সালেবা বিন খালেদ ছিল। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তার সম্পর্ক ছিল খাজরাজ গোত্রের শাখা বনু বায়জার সাথে। তিনি সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলীর সাথে ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৫০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

এরপর আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন রেয়াব। হযরত জাবেরকে সেই ছয় ব্যক্তির মাঝে গণ্য করা হয় যারা আনসারদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত জাবের (রা.) বদর, ওহুদ এবং খন্দক সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সফর সঙ্গী ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি উকাবার প্রথম বয়আতে আনসারদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আনসারের কয়েক ব্যক্তির সাথে উকবার রাতে যখন মহানবী (সা.)-এর সাক্ষাত হয় তখন তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখ, তখন তিনি তার পুরো পরিচয় তুলে ধরেন আর তারা ছিলেন বনু নাজ্জারের ছয় ব্যক্তি। আসাদ বিন জুরারা, আওফ বিন হারেস বিন রাফা বিন আমর, রাফে বিন মালেক বিন আজলান, কাতবা বিন আমের বিন হাদীদা, উকবা বিন আমের বিন নাবী বিন জায়েদ এবং জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন রেওয়াব। তারা সবাই তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন মদীনা বাসীদের কাছে মহানবী (সা.)-এর কথা উল্লেখ করেন এবং সেখানে তবলীগ করেন।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত সাবেত বিন আকরাম বিন সালেবা (রা.)। তার নাম হযরত সাবেত বিন আকরাম বিন সালেবা বিন আদী বিন আজলান ছিল। আনসারের বনু আমের বিন আওফের মিত্র ছিলেন। বদরের যু দ্ধসহ সকল যুদ্ধে রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে তিনি যোগদান করেছেন।

(আল ইসতিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৯)

মহানবী (সা.) যখন মদীনায় শুভাগমন করেন তখন হযরত আসেম বিন আদীকে ঘর নির্মাণের জন্য মসজিদের একটা অংশ দেন কিন্তু এতে আসেম (রা.) নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহর রসূল! আমি এই মসজিদকে আমার বাসস্থান বানাতে চাই না, খোদা তা'লা এতে যা নাযেল করার ছিল তা নাযেল করেছেন। আপনি এটিকে সাবেত বিন আকরামকে দিয়ে দিন, কেননা তার কোন ঘর নেই। তিনি হযরত সাবেত বিন আকরামকে সেই জায়গা দিয়ে দেন। তার ঘরে কোন সন্তান ছিল না। (সুবুলুল হুদা ওয়াররুশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬৭৭)

সম্ভবত মসজিদের এই যে অংশটি দিয়েছিল সেটি হয়তো মসজিদের নিকটতম কোন জায়গা ছিল, কোন সময় হয়তো সেখানে নামায পড়া হত। যাহোক, অনুবাদকরা অনুবাদ যা করেছে আমার মনে হয় এটি সঠিক অনুবাদ নয়। কিছু কথার ব্যাখ্যা করা উচিত, এজন্য গবেষণা দলের পক্ষ থেকে যারা নোট পাঠান তাদের গবেষণা করে সঠিকভাবে পাঠানো উচিত। শুধু স্কুলের ছেলেদের মত অনুবাদ করবেন না।

এরপর মওতার যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ বিন রৌহার শাহাদতের পর ইসলামে মুসলমানদের পতাকা সাবেত বিন আকরাম নিজের হাতে নেন এবং বলেন যে, হে মুসলমানদের বিভিন্ন দল! তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তিকে নিজেদের সর্দার নিযুক্ত কর। সবাই বলে আমরা আপনাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। তিনি বলেন যে, আমি এমনটি করতে পারি না। তখন সবাই খালিদ বিন ওয়ালিদকে নিজেদের নেতা নিযুক্ত করে। ইবনে হিশামের সীরাতুন্নবীতে এটি উল্লিখিত রয়েছে। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৩৩)

ইতিহাসে উল্লিখিত রয়েছে, মুতার যুদ্ধের সময় মুসলমানরা শত্রু বাহিনীর সংখ্যা এবং তাদের সাজ-সরঞ্জাম দেখে তখন তারা ধারণা করে যে এই সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন যে, আমি মুতার যুদ্ধে যোগ দিই, শত্রু যখন আমাদের কাছে আসে আমরা দেখেছি যে, তাদের সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ঘোড়া, স্বর্ণ, রেশম ইত্যাদির দৃষ্টিকোণ থেকে এদের মোকাবেলা করা কারো জন্য সম্ভব নয়। এটি দেখে আমার নয়ন বিস্ফোরিত হয়। এতে হযরত সাবেত বিন আকরাম আমাকে বলেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার অবস্থা এমন মনে হচ্ছে যেন তুমি অনেক বড় সৈন্যবাহিনী দেখেছো। হযরত আবু হুরায়রা বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন হযরত সাবেত বলেন, বদরের যুদ্ধে কি তুমি আমাদের সাথে যোগদান কর নি। সেখানেও আমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বিজয় লাভ হয় নি।

(সুবুলুল হুদা ওয়াররুশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪৮)

বরং খোদা তা'লার কৃপায় লাভ হয়েছিল আর এখানেও এটিই হবে।

হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের সাথে তিনি মুরতাদদের দমনের জন্য যাত্রা করেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ মানুষের মোকাবেলার জন্য যাত্রার সময় আযান শুনলে আক্রমণ করতেন না আর আযান না শুনলে হামলা করতেন। তিনি যখন এই জাতির বসতিস্থলের কাছে পৌঁছেন যারা বুযাখা নামক স্থানে বসবাস করছিল, তখন তিনি হযরত উকাসা বিন মেহসান এবং হযরত সাবেত বিন আকরামাকে শত্রুর সংবাদ সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা হিসেবে পাঠান আর তাদের উভয়েই অশ্বারোহী ছিলেন। হযরত উকাসার ঘোড়ার নাম ছিল আলজরাম আর হযরত সাবেতের ঘোড়ার নাম ছিল আল মেহবার। যাহোক, এই দু'জনের মুখোমুখি হন তুলাইহা এবং তার ভাই সালামা। এরাও তাদের মতই শত্রুদের পক্ষ থেকে গোয়েন্দাগিরির জন্য পূর্বেই চলে আসে। তোলায়হার মুখোমুখি হোন হযরত উকাসা (রা.) আর সালামার মুখোমুখি হন হযরত সাবেত (রা.)। আর এই দুইজন যারা উভয়ে ভাই ছিলেন তারা উভয় সাহাবীকে শহীদ করে। আবু উয়াকিদ লাইসির পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে,আমরা দুইশত অশ্বারোহী বাহিনীর অগ্রে ছিলাম। হযরত যায়েদ বিন খেতাব আমাদের আমীর ছিলেন আর সাবেত বিন উকাশা আমাদের সম্মুখভাগে ছিলেন। আমরা যখন তাদের পাশ দিয়ে (তাদের লাশের পাশ দিয়ে গেলাম) গেলাম, এই দৃশ্য আমাদের কাছে অসহনীয় ছিল, তাদের শাহাদতের পর পিছন দিক থেকে এই বাহিনী আসছিল। হযরত খালেদ এবং অন্যান্য মুসলমানরা আমাদের পিছনে ছিলেন, আমরা এই শহীদদের লাশের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, যেন হযরত খালেদ (রা.) আসেন। তিনি এলে তার নির্দেশে আমরা হযরত সাবেত ও হযরত উকাশাকে তাদের রক্ত রঞ্জিত কাপড়েই সেখানে কবরস্থ করি।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৫-৩৫৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

রেওয়ায়েতে আছে, তুলাইহা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, দু'জন মুসলমান হযরত উকাসা এবং হযরত সাবেত বিন আকরামের শাহাদতের কারণে আমি তোমাকে ভালবাসতে পারি না। এই দু'জন সাহাবীকে যারা শহীদ করেছে তারা পরে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে হযরত উমর (রা.) এই উত্তর দেন, তোমাকে ভালোবাসতে পারি না, কেননা তোমরা দু'জন মুসলমানকে শহীদ করেছো। তখন তুলাইহা বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! খোদা তা'লা তো তাদেরকে আমার হাতে সম্মান দিয়েছেন।

(সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫৮০-৫৮১)

তার কোন সন্তান ছিল না। মুহাম্মদ বিন উমর বলেন, হযরত সাবেতকে তুলাইহা বারো হিজরীতে বুযাখা নামক স্থানে শহীদ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৫-৩৫৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

এরপর হযরত সালমা বিন সালামা (রা.) ছিলেন আরেকজন আনসারী বদরী সাহাবী। আওসের বনী আশহালের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। মদীনাতে মহানবী (সা.)-এর আগমনবার্তা যখন পৌঁছে তিনি সেই প্রথম সারির লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল।

(সীরাতুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯১, দারুল ইশাত করাচী থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)

তিনি উকবার প্রথম এবং দ্বিতীয় বয়আতে অর্থাৎ উভয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। বদর সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে তার যোগদানের সৌভাগ্য হয়। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তাকে ইয়ামামার গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

উমর বিন কাতাদা বলেন, হযরত সালমা বিন সালামা এবং হযরত আবু সাবরা বিন আবি রাহিমের মাঝে মহানবী (সা.) ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন কিন্তু ইবনে ইসহাকের মতে সালমা বিন সালামা এবং হযরত যুবায়ের বিন আল আউমের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপিত হয়েছিল।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

তিনি তার নিজের শৈশবের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার আমার বাল্যকালে আমাদের বংশের কিছু লোকের সাথে আমরা বসেছিলাম। এমন সময় এক ইহুদী আলেম সেখানে আসে আর তিনি আমাদের সামনে কিয়ামত, হিসাব, নিকাশ, জান্নাত, দোযখ ইত্যাদির উল্লেখ করা আরম্ভ করে আর বলে মুশরিক এবং

প্রতিমা পুজারীরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তার বংশের লোকেরা যেহেতু মুর্তি পূজারী ছিল তাই তারা এই সত্যকে বুঝতো না যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনরুত্থিত হবে। তারা সেই ইহুদী আলেমকে জিজ্ঞেস করে যে, সত্যিই কি মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করা হবে? পারলৌকিক জীবনের কোন ধারণা তাদের ছিল না আর জিজ্ঞেস করেন তারা কি কর্মের শাস্তি বা পুরস্কার পাবে? সেই ইহুদী আলেম বলেন যে, হ্যাঁ। তারা আবার জিজ্ঞেস করেন যে, এর লক্ষণ কি হবে? এতে সেই ব্যক্তি মক্কা এবং ইয়ামানের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে, এই জায়গা থেকে এক নবী আসবেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করেন যে, সে কখন আসবেন, তখন সে আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন (আমি তখন ছোট ছিলাম,) যদি এই ছেলে দীর্ঘায়ূ পায় তাহলে সেই নবীকে অবশ্যই দেখবে। হযরত সালামা বলেন, এই ঘটনার মাত্র কয়েক বছর অতিবাহিত হতেই মহানবী (সা.)-এর আগমণের সংবাদ আমরা পাই আর আমরা সবাই ঈমান নিয়ে আসি। এই যে মূর্তি পুজারী ছিল তারা বা অগ্নি পূজারী যারা ছিল তারা সবাই ঈমান নিয়ে আসে। সেই ইহুদী আলেমও তখন জীবিত ছিল কিন্তু হিংসার কারণে সে ঈমান আনে নি আর আমরা তাকে বলি যে, তুমি আমাদেরকে মহানবীর আগমনের সংবাদ শোনাতে আর নিজেই ঈমান আন নি, তখন সে বলে যে, ইনি সেই নবী নন যার কথা আমি বলেছিলাম। অবশেষে এই অবিশ্বাসের মাঝেই সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

হযরত উসমানের যুগে যখন নৈরাজ্য মাথাচাড়া দেয় তখণ তিনি নির্জনতা অবলম্বন করেন, খোদার ইবাদতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন।

(রহমতে দারাইন কে সও শিদাঈ, পৃ: ৫৭৪-৫৭৬, রচয়িতা- তালেব আল হাশমি আল বদর পাবলিকেশন, লাহোর দ্বারা প্রকাশিত)

তিনি নির্জন কোণে বসে যান, তখন ফেতনা ও নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাই তখন তিনি কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত করতেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে তিনি ৩৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন আরো কারো মতে ৪৫ হিজরীতে। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৭৪ বছর আর মদিনাতেই তার ইন্তেকাল হয়েছে। (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৫)

বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত জাবের বিন আতিক (রা.)। তিনি বদর সহ সকল যুদ্ধে রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে ছিলেন। রসূলে করীম (সা.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি মদীনায় ছিলেন। হযরত জাবের বিন আতিক এর উপনাম ছিল আব্দুল্লাহ। সন্তানদের মাঝে দুই পুত্র আতিক এবং আব্দুল্লাহ। উম্মে সাবেত নামে এক কন্যা রেখে গেছেন। মহানবী (সা.) হযরত জাবের বিন আতিক এবং হযরত খোব্বাব বিন আরতের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। মক্কা বিজয়ের সময় বনু মুআবিয়া বিন মালেকের পতাকা তার কাছে ছিল। হযরত জাবের বিন আতিকের ইন্তেকাল হয় ৬১ হিজরীতে এজিদ বিন মুআভিয়ার খেলাফতকালে, তার যুগে বলা উচিত, কেননা সেটি খেলাফত ছিল না।

(আততাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

আরেকজন বদরী সাহাবী হলেন হযরত সাবেত বিন সালেবা (রা.) সাবেত বিন জাজরও তাকে বলা হয়। ৭০ জন আনসারীসহ উকবার দ্বিতীয় বয়আতে বয়আত গ্রহণ করেন। বদর, ওহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া, খায়বার, মক্কা বিজয় এবং তায়েফের যুদ্ধের সময় তিনি মহানবীর সাথে ছিলেন। তায়েফের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। হযরত সাবেত তার পিতা হযরত সালেবার সাথে বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেন।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৮-৪২৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত সুহায়েল বিন ওয়াহাব (রা.)। তার নাম হল হযরত সুহায়েল বিন ওয়াহাব বিন রাবিয়া বিন আমর বিন আমের কুরাইশী। তার মায়ের নাম দাদ ছিল কিন্তু বেয়জা নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। তাই তিনিও ইবনে বেইজা নামে পরিচিত। তাই বই পুস্তকে তার নাম সুহেল বিন বেইজাও দেখা যায়। কুরাইশের বনু ফেহের গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬২) (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৭১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

প্রথম যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর ইথিওপিয়ার দিকে হিজরত করেন আর সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। ইসলামের প্রকাশ্যে যখন তবলীগ আরম্ভ হয় তখন তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। এরপর রসূলে করীম (সা.)-এর হিজরতের পর মদীনায় যান।

(সীরাতুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৭৭, দারুর ইশাত করাচী)

হযরত সুহাইলের সাথে তার দ্বিতীয় ভাই হযরত সাফওয়ান বিন বেয়জাও বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

তিনি যখন বদরের যুদ্ধে যোগ দেন তখন তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। তিনি ওহুদ, পরীখা সহ সকল যুদ্ধে মহানবীর সফর সঙ্গী ছিলেন। তার তৃতীয় ভাই সাহিল মুশরেকদের পক্ষ থেকে বদরের যুদ্ধে যোগদান করে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী লেখেন, সাহিল মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি যে মুসলমান হয়েছেন তা কারো সামনে প্রকাশ করেন নি। কুরাইশরা বদরের যুদ্ধে তাকে সাথে নিয়ে যায় আর তিনি সেখানে গ্রেফতার হলে হযরত ইবনে মাসউদ তার সম্পর্কে স্বাক্ষ্য দেন যে, আমি তাকে মক্কায় নামায পড়তে দেখেছি। যারফলে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। মদীনায় তার ইন্তেকাল হয়। তার এবং হযরত সুহাইল এর জানাযা মহানবী (সা.) মসজিদে পড়িয়েছেন।

হযরত সুহাইল বিন বায়জা বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) তবুকের সফরে তাকে মহানবী (সা.) এর বাহনের পিছনে বসিয়েছেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) উচ্চস্বরে বলেন, হে সুহাইল! রসূলে করীম (সা.) তিনবার এভাবে সুহাইল বলেন, প্রত্যেকবার সুহাইল উত্তর দেন, লাব্বায়েক ইয়া রাসূলুল্লাহ। এমনকি অন্যান্য লোকেরাও অবগত হয় যে, রসূলুল্লাহ (সা.) তাকেই ডাকছেন। তখন যারা সামনে ছিল তারা রসূলে করীম (সা.) এর দিকে ছুটে আসে আর যারা পিছনে ছিল তারাও মহানবীর কাছে এসে যায়। লোকদের মনোযোগ আকর্ষণের এই ছিল মহানবী (সা.) এর এক পন্থা। সবাই যখন সমবেত হয় তখন মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি স্বাক্ষ্য দেয় আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, আর তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই- এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ অগ্নিকে হারাম করে দিবেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬২-১৬৩) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

এটি ইতিহাসের বই, যাতে এ কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে আর মুসলমানরাও এগুলো পড়ে। মুসলমানের সংজ্ঞাও এটি কিন্তু এদের কর্ম এর পরিপন্থী। এদের ফতওয়াও ইতিহাসের এসব কথার পরিপন্থী।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমাদের কাছে 'ফাজিখ' অর্থাৎ খেজুরের মদ ছাড়া কোন প্রকার মদ থাকতো না। এটি সেই মদ ছিল যাকে তোমরা ফাজিখ বল। তিনি বলেন, একবার আমি এবং আবু তালহা অন্যান্যদেরকে দাঁড়িয়ে মদ পান করাচ্ছিলাম, তখনই এক ব্যক্তি আসে এবং বলে যে, তোমরা কি সংবাদ পেয়েছো? আমরা জিজ্ঞেস করলাম কি সংবাদ? তিনি বলেন যে, মদ হারাম হয়ে গেছে, তারা বলতে লাগলেন অর্থাৎ যারা মদ পান করাচ্ছিলেন তারা হযরত আনাসকে বলেন যে, আনাস! এই মটকা উল্টিয়ে দাও। বলা হয় যে, এই ব্যক্তির খবর দেওয়ার পর সেই মদ সম্পর্কে আর কখনো জিজ্ঞেসও করা হয় নি আর না কোন দিন মদ পান করেছেন। (সহী বুখারী, কিতাবুত তাফসীর)

একটি নির্দেশ এসেছে আর এরপ্রতি এমনভাবে আনুগত্য করেন যে, দ্বিতীয়বার আর কোন দিন মদের উল্লেখই হয়নি। আরেকটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবু তালহার সাথে হযরত আবু দু'জানা এবং হযরত সুহাইল বিন বায়জা ছিলেন যারা তখন মদ পান করছিলেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল আশরিবা)

তবুক থেকে ফেরার পথে ৯ম হিজরীতে তার ইন্তেকাল হয় এবং তার নামাযে জানাযা মহানবী (সা.) মসজিদে নববীতে পড়িয়েছেন। মৃত্যুর সময় তার কোন সন্তান সন্ততি ছিল না।

(আততাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

হযরত উবাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন জাবিরের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) নির্দেশ প্রদান করেন যে, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের জানাযা মসজিদে আনা হোক, যেন তিনিও নামাযে জানাযা পড়তে পারেন। হযরত আয়েশা (রা.)এর এই উক্তিকে লোকেরা অদ্ভুত জ্ঞান করে। এতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মানুষ কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। মহানবী (সা.) হযরত সুহাইল বিন বায়জার জানাযা মসজিদেই পড়েছিলেন।

(অনুদিত সহী মুসলিম, কিতাবুল জানায়েজ)

সাহাবীদের ধারণা ছিল যে, জানাযা খোলা জায়গায় পড়া উচিত কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) এর সংশোধন করে বলেন যে, মসজিদে নামাযে জানাযা পড়া যেতে পারে।

হযরত তোফায়েল বিন হারেস ছিলেন আরেকজন বদরী সাহাবী। হযরত তোফায়েল তার ভাই হযরত উবায়দা এবং হযরত হাসীবের সাথে বদর, ওহুদ এবং খন্দক সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৬, দারুল ফিকরুন নশর ওয়াত তওযি দ্বারা বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

রসূলে করীম (সা.) হযরত তোফায়েল বিন হারেসের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হযরত মুনজের বিন মুহাম্মদ আর কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সুফিয়ান বিন নাসেরের সাথে স্থাপন করেছিলেন। হযরত তোফায়েলের ইন্তেকাল হয় ৭০ বছর বয়সে ৩২ হিজরীতে।

মহানবী (সা.)-এর হাদীস

"নামায ত্যাগ মানুষকে শিরক্ ও কুফরের নিকটবর্তী দেয়।"

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ইমান)

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

আরেক সাহাবী হলেন হযরত আবু সালিত উসাইরা বিন আমর (রা.)। উসাইরা বিন আমর ছিল তার নাম, উপনাম ছিল আবু সালিত আর এ নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তার পিতা আমরও আবু খারেজা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বদর এবং অন্যান্য যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন।

(আসহাবে বদর, প্রণেতা কাযি সুলেইমান মনসুর পুরী, পৃ: ১৩১)

তিনি খাজরাজের শাখা আদি বিন নাজ্জারের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তার পিতা আবু খারেজা আমর বিন কায়েসও সাহাবী ছিলেন।

(সাহাবায়ে কেরাম কা ইনসাইক্লোপেডিয়া, প্রণেতা- যুলফিকার কাযিম, পৃ: ৫০৮, প্রকাশক-বায়তুল উলুম লাহোর)

বদরের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তার পুত্র আব্দুল্লাহ তার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) গাধার মাংস খেতে বারণ করছিলেন আর সে সময় হাঁড়িতে গাধার মাংস রান্না হচ্ছিল। নির্দেশ শোনামাত্র আমরা সেই ডেকচি উল্টিয়ে দিই।

(উসুদল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৫৬, দারুল ফিকরুনশর ওয়াত তওযি, বেরুত থেকে প্রকাশিত)

হযরত সালেবা বিন হাতেব আনসারী আরেকজন বদরী সাহাবী ছিলেন। তার সম্পর্ক ছিল বনু আমর বিন আউফের সাথে। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

(আসহাবে বদর, প্রণেতা-মহম্মদ সুলেমান মনসুর পুরী, পৃ: ১৩৬)

যেরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, তার সম্পর্ক ছিল আউস গোত্রের শাখা আমর বিন আউফের সাথে। বদর এবং অন্য কিছু যুদ্ধেও তার যোগদান সংক্রান্ত রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে।

(সাহাবায়ে কেরাম কা ইনসাইক্লোপেডিয়া, প্রণেতা- যুলফিকার কাযিম, পৃ: ৪৫০, প্রকাশক-বায়তুল উলুম লাহোর)

হযরত উমামা বাহলি বর্ণনা করেন হযরত সালেবা বিন হাতেব আনসারী রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে ধনসম্পদ দান করেন। এতে মহানবী (সা.) বলেন, আক্ষেপের বিষয়, খুব কম মানুষই কৃজ্ঞতা প্রকাশ করে আর সম্পদ সামলানোর যোগ্যতা রাখে না। তিনি (সা.) দোয়া করেন নি। কিছুকাল পর তিনি আবার আসেন, আবার নিবেদন করেন যে, দোয়া করুন, আমি যেন সম্পদ প্রদত্ত হই। তিনি (সা.) পুনরায় বলেন যে, তুমি এই যে সম্পদের বাসনা প্রকাশ করছো, তোমার জন্য আমার উত্তম আদর্শ কি যথেষ্ট নয়? তিনি বলেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি পাহাড়কে বলি আমার জন্য স্বর্ণ এবং রৌপ্যে পরিণত হও তাহলে এমনই হয়ে যাবে কিন্তু তিনি বলেন, এমনটি আমি করি না, সম্পদের প্রতি বেশি মোহ রাখা উচিত নয়। তৃতীয়বার তিনি আবার মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং এইভাবেই তিনি নিবেদন করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যিনি আপনাকে সত্য সহ পাঠিয়েছেন দোয়া করুন আমি যেন সম্পদ প্রদত্ত হই। তখন রসূলে করীম (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! সালেবাকে ধন সম্পদ দান কর। বর্ণনাকারী বলেন যে, তার মাত্র গুটিকতক ছাগল ছিল আর এরপর এতে এত বরকত হয় আর সেগুলো সেভাবে বিস্তার লাভ করে যেভাবে কীটপতঙ্গ বিস্তার লাভ করে থাকে। আর এমন হয় যে, এগুলো দেখাশোনার জন্য মসজিদে আসার পরিবর্তে তিনি যোহর আসরও সেখানেই পড়া আরম্ভ করেন। সংখ্যা যখন আরো বৃদ্ধি পাওয়া আরম্ভ করে তখন জুমুআয় আসাও বন্ধ করে দেন। জুমুআর দিন রসূলে করীম (সা.) বিভিন্ন মানুষের খবরাখবর নিতেন, তাই সালেবা সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলে, তার কাছে এত বড় গবাদি পশুর পাল রয়েছে যে পুরো উপত্যকা ভরে গেছে, তাই এগুলো দেখাশোনা করতে সময় লেগে যায় আর এ কারণেই তিনি আসেন না। যাহোক, রসূলে করীম (সা.)তার বিষয়ে পরম আক্ষেপ ব্যক্ত করেন, তিনবার তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এরপর যাকাত সংক্রান্ত আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন যাকাত সংগ্রহের জন্য দু'ব্যক্তিকে তার কাছে মহানবী (সা.) পাঠান। এরা যখন হযরত সালেবার কাছে যান তখন সালেবা অজুহাত দাঁড় করায়, যাকাত দেয় নি এবং বলে যে, আমি চিন্তা করে দেখি আর তোমরা তোমরা তো অন্য জায়গায় যাকাত সংগ্রহের জন্য যাচ্ছ, সেখান থেকে যাকাত নিয়ে ফিরে আস। তারা যাকাত সংগ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলে যান। অন্য জায়গায় যাকাত আদায়ের জন্য গেলে এক ব্যক্তি সর্বোত্তম উটগুলোর মধ্য থেকে একটি উট যাকাত স্বরূপ দান করেন। সংগ্রাহকরা বলেন যে,আমরা তো সর্বোত্তম উট চাই নি, এতে তিনি বলেন যে, আমি সানন্দে দিচ্ছি। যাহোক, এটি একটি দীর্ঘ কাহিনী কিন্তু এই সাহাবী যাকাত দেন নি। যাকাত আদায় করতে যারা তার কাছে গিয়েছিলেন তারা সেখান থেকে ফিরে এসে রসূলে করীম (সা.) কে রিপোর্ট দেন আর তখন এই আয়াতও অবতীর্ণ হয় 'ওয়া মিন হুম মান আহাদাল্লাহা লাইন আতানা মিন ফাযলিহি' .... এবং 'ওয়া বেমা কানু ইকাযেবুন'। (সূরা তওবা ৭৫-৭৭) মহানবী (সা.)-এর কাছে তখন সালেবার এক আত্মীয় বসে ছিলেন, এই কথা তিনি শুনে সালেবার কাছে যায় এবং বলেন, সালেবা! আক্ষেপ তোমার জন্য, আল্লাহ্ তা'লা তোমার সম্পর্কে অমুক অমুক আয়াত নাযেল করেছেন। সালেবা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করেন, আমার যাকাত গ্রহণ করা হোক। তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমার কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করতে খোদা তা'লা আমাকে বারণ করেছেন। সুতরাং তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এর যুগে আসে যাকাত নিয়ে, হযরত আবু বকরও যাকাত গ্রহণ করেন নি। হযরত উমরের যুগেও যাকাত নিয়ে আসেন, তিনিও গ্রহণ করেন নি আর বলেন, যে যাকাত মহানবী (সা.) গ্রহণ করেন নি আমি কীভাবে তা গ্রহণ করতে পারি? এরপর হযরত উসমান (রা.) যখন খলীফা নিযুক্ত হন, তার কাছে এসে যাকাত গ্রহণের অনুরোধ করেন কিন্তু গ্রহণ করা হয় নি। হযরত উসমানের যুগেই তার ইন্তেকাল হয়। (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২৬-৩২৬)

এখন এই যে ঘটনা, দেখুন একদিকে বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত যে, তারা জান্নাতে যাবে। অপর দিকে যাকাত গ্রহণ না করা সংক্রান্ত ঘটনা। এটি শুনে বা পড়ে আমার এবং আপনাদের হৃদয়েও এই ধারণার উদ্রেক হবে যে, এটি কীভাবে হতে পারে? তাই মনে হয় যে, এই রেওয়ায়েতটি অন্য কোন ব্যক্তি সংক্রান্ত। সুতরাং আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী এই ঘটনার উল্লেখ করেন, তিনি তার মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন, এই ঘটনা যদি সঠিক প্রমাণিত হয় অর্থাৎ ঘটনা যদি এমনই ঘটে থাকে, কোন সাহাবীর কাছ থেকে যাকাত না নেওয়ার, এই ঘটনা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে এই ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি হযরত সালেবা হবেন না। কেননা, তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী সাহাবী ছিলেন আর বদরী সাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পরিস্কারভাবে ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন আর তাদের মাঝে কোন প্রকার কপটতা এবং দুর্বলতা থাকতে পারে না। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, ইবনে কালবীর কথায় এটি নিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে, বদরে অংশ গ্রহণকারী এই নামের সাহাবী ওহুদে শহীদ হন, যার সমর্থন এখানেও দেখা যায় যে, ইবনে মারদুবিয়া আতিয়ার সনদে বাহাউলা ইবনে আব্বাসের বরাতে উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে তার তফসিরে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সালেবা বিন আবি হাতেব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এক বৈঠকে এসে তিনি বলতে থাকেন যে, আল্লাহ তা'লা যদি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে ভূষিত করেন। এরপর পুরো এই ঘটনা বর্ণনা করেন। ইনি হলেন সালেবা বিন আবি হাতেব আর বদরি সাহাবী সম্পর্কে সবার মতৈক্য হল তিনি ছিলেন সালেবা বিন হাতেব। আর এই রেওয়ায়েত এভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি (সা.) বলেছেন, যারা বদর এবং হুদায়বিয়ায় যোগদান করেছেন তাদের মধ্য থেকে কোন মুসলমান জাহান্নামে যাবে না। এছাড়া সেটি এক হাদীসে কুদসী যেখানে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তা'লা বদরে যোগদানকারীদের বলেছেন 'যা খুশি কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।' ইনি লিখছেন যে, এই হল যার পদমর্যাদা তার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে কপটতা সৃষ্টি করতে পারেন? হৃদয়ে যদি মুনাফেকাত থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই প্রতিদান দিতেই পারেন না। অর্থাৎ জান্নাতে যেতে পারেন না। তিনি আরো লিখেন যে, যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা তার সম্পর্কে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে, যার হৃদয়ে হয়তো কপটতা ছিল। তাই বুঝা যাচ্ছে যে, এই ব্যক্তি ভিন্ন কেউ।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫১৬-৫১৭)

ইনি পূর্বেই শাহাদত বরণ করেছিলেন আর যার কথা মেষপালের বরাতে বলা হয়েছে তিনি সালেবা বিন আবি হাতেব ছিলেন। নামের সাদৃশ্যের কারণে এই ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সালেবা বিন হাতেব এবং সালেবা বিন আবি হাতেব দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। কোন বদরী সাহাবী সম্পর্কে এই ধারণা করাই যেতে পারে না যে, তিনি এমনটি করে থাকবেন। অর্থাৎ যাকাত দিবেন না এমনটি হতে পারে না। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানিকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করুন, তিনি এই বিষয়টি অত্যন্ত পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন আর বদরী সাহাবীর ওপর এই যে এক অপবাদ আসছিল তাও এই ঐতিহাসিক ঘটনার বরাতে তা থেকে তিনি অপবাদ মুক্ত হয়েছেন।

হযরত সাদ বিন উসমান বিন খালেদ আনসারী আরেকজন সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে। কারো কারো মতে তার নাম হল সাদ বিন উসমান। বদরের যুদ্ধে তিনি যোগদান করে। তিনি সেসব ব্যক্তির একজন যাদের পা ওহুদের যুদ্ধে দোদুল্যমান হয়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে তাদের সবাইকে ক্ষমা করা সংক্রান্ত বাণী অবতীর্ণ করেছেন। তিনি হযরত উকবার ভাই ছিলেন। একবার মহানবী (সা.) হার্‌রা নামক বারায়হায় স্থানে আগমন করেন, যা তার নিজস্ব (হযরত সাদ বিন খালেদ আনসীর) মালিকানা স্বত্ব ছিল যেখানে তিনি তার পুত্র অর্থাৎ এই সাহাবীর পুত্র উবাদাকে রেখে গিয়েছিলেন মানুষকে পানি পান করানোর জন্য। হযরত উবাদা মহানবী (সা.)-কে চিনতে পারেন নি, যিনি স্বল্প বয়স্ক ছিলেন। হযরত সাদ (রা.) যখন পরে আসেন তখন উবাদা আগত ব্যক্তির অবয়ব বর্ণনা করলে হযরত সাদ (রা.) বলেন, ইনি ছিলেন মুহাম্মদ (সা.), যাকে তুমি চিনতে পার নি। ছুটে যাও আর তাঁর সাথে সাক্ষাত কর। সুতরাং তিনি মহানবী (সা.) এর কাছে যান এবং মহানবী (সা.) তার মাথায় হাত রেখে দোয়া করেন। হযরত সাদ বিন উসমানের ইন্তেকালের সময় তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

(আসহাবে বদর, প্রণেতা-কাযি মহম্মদ সুলেইমান মনসুর পুরী, পৃ: ১৪৮)

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৩) (আলআসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত আমের বিন উমাইয়া। তিনি হযরত হিশাম বিন আমেরের পিতা ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

করেছেন। ওহুদে তিনি শাহাদ বরণ করেন। বনু আদি বিন নাজ্জারের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। (আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৯)

হযরত হিশাম বিন আমেরের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহুদের যুদ্ধে শহীদদের দাফন করা সম্পর্কে মহানবী (সা.) কে প্রশ্ন করা হলে তিনি (সা.)বলেন, প্রশস্ত কবর খনন কর আর দুই-তিন জনকে এক কবরে কবরস্থ কর। তিনি (সা.) আরো বলেন, যে কুরআন বেশি জানে তাকে প্রথমে কবরে নামাও। হযরত হিশাম বিন আমের বর্ণনা করেন, আমার পিতা আমের বিন উমাইয়াকে দু'ব্যক্তির পূর্বে কবরে নামানো হয়।

(সুনানুত তিরমিযি, আবওয়াবুল ফাযায়েলুল জিহাদ, হাদীস: ১৭১৩)

হযরত আমেরের পুত্র হযরত হিশাম বিন আমের একবার হযরত আয়েশা (রা.)এর কাছে গেলে তিনি বলেন, তিনি কত মহান ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু এরপর তার বংশধারা এগোয়নি। (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২)

হযরত আমার বিন আবি সারাহ ছিলেন আরেক জন বদরী সাহাবী। ওয়াকেদী তার নাম মা'মুর বিন আবি সারাহ উল্লেখ করেছেন। বনু হারেস বিন ফাহারের সাথে তার সম্পর্ক ছিল, তার উপনাম ছিল আবু সাঈদ। ৩০ হিজরীতে মদীনা মনওয়ারায় উসমানের যুগে তার ইন্তেকাল হয়। তার ভাই হযরত ওয়াহাব বিন আবি সারাহ ইথিওপিয়ার মুহাজেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উভয় ভাই বদরের যুদ্ধে যোগ দান করেন। ওহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য যুদ্ধে তিনি মহানবীর সাথে ছিলেন। তার কোন সন্তান ছিল না।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭২৪-৭২৫, দারুল ফিকরুনশর ওয়াতউযি)

মক্কা থেকে মদীনায় যখন তিনি হিজরত করে আসেন তখন হযরত কুলসুম বিন হাজমের গৃহে এসে অবস্থান করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সনে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

এরপর আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত উসমা বিন হুসায়েন, তিনি বনু আওফ বিন খাজরাজের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তার ভাই এবং তিনি হুবায়েল বিন ওয়াবরা তার দাদা ওয়াবরার বংশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি যে বদরে যোগদান করেছে এই বিষয়ে কেউ কেউ মতভেদ রাখেন।

(আসহাবে বদর, প্রণেতা-কাযি মহম্মদ সুলেইমান মনসুর পুরী, পৃ: ১৭৭)

কিন্তু কেউ বলেন যে, তিনি যোগদান করেছেন।

আরেকজন বদরী সাহাবী হলেন, হযরত খলীফা বিন আদি, তার নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলে তার নাম হল খলীফা বিন আদি আর কেউ কেউ বলেছে খুলায়ফা বিন আদি। বদর এবং ওহুদ উভয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। খালায়ফা বিন আদি লিখেছেন। আবার কেউ উলাইফা বিন আদি লিখেছেন। বদর ও ওহদের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। উলাইকা বিন আদি বিন আমর বিন মালিক বিন আমর বিন মালিক বিন আলি বিন বাইযা বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭১০-৭১১, দারুল ফিকরুনশর ওয়াতউযি)
(আসহাবে বদর, প্রণেতা-কাযি মহম্মদ সুলেইমান মনসুর পুরী, পৃ: ১৭৯)

বদরের যুদ্ধের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন আর সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে যোগদান করে বদরী সাহবী হওয়ার সম্মান লাভ করেন। এরপর ওহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। ওহুদের যুদ্ধের পর তার নাম আর সামনে আসে না। আর কোন তথ্য তার সম্পর্কে দেখা যায় না, আবার তখন দৃশ্যপটে আসেন যখন আলীর খেলাফতকাল আরম্ভ হয়। অর্থাৎ দীর্ঘ দিন তার সম্পর্কে কোন কিছু শোনা যায় নি। হযরত আলীর খেলাফতকালে যত যুদ্ধ হয়েছে সব যুদ্ধে হযরত আলীর সাথে ছিলেন। তার মৃত্যুর সন সম্পর্কেও ইতিহাস গ্রন্থে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(হাবীবে কিবরিয়া কে তিনশ আসহাব, প্রণেতা- তালিবুল হাশমি, পৃ: ২২১, প্রকাশক-আল কমর ইন্টারপ্রাইজ, লাহোর-১৯৯৯ সন)

আরেকজন বদরী সাহাবী হলেন, হযরত মায়াজ বিন মায়াস। তার শাহাদত হয়েছে বিরে মাওনার ঘটনায়। তার পিতার নাম নায়েসও বলা হয়ে থাকে। খাজরাজের যারকী শাখার সাথে তার সম্পর্ক ছিল। কোন কোন ঘটনার রেওয়ায়েত অনুসারে বদর এবং ওহুদে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। বিরে মওনার সময় তিনি শাহাদত বরণ করেন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে বদরের যুদ্ধে তিনি আহত হন আর এ কারণেই কিছুকাল পর তার ইন্তেকাল হয়।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭২৪-৭২৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত) তার সাথে তার ভাই আয়েজ বিন মায়েজও বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭২৪-৭২৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন উয়াইনা বিন হেসান গাতফান গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে বিচরণকারী মহানবীর উষ্ট্রীর ওপর আক্রমণ করে আর প্রহরীদের মধ্যে একজনকে হত্যা করে আর উটপালকে হেকে নিয়ে যায় আর শাহাদত বরণকারী ব্যক্তির স্ত্রীকেও যখন অপহরণ করে নিয়ে যায় তখন এই ঘটনার সংবাদ মহানবী (সা.) পেলে তৎক্ষণাৎ তিনি (সা.) আটজন অশ্বারোহীকে শত্রুর পিছু ধাওয়ার জন্য পাঠান। হযরত মায়াজ বিন মায়াসও সেই আটজনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এক বর্ণনা অনুসারে এ সময় এই আটজনের ভিতর হযরত আবু আইয়াশও ছিলেন। তাদেরকে প্রেরণের পূর্বে তিনি (সা.) হযরত আবু আইয়াশকে বলেন, তুমি তোমার ঘোড়া অন্য কাউকে দাও, যে তোমার চেয়ে ভালো অশ্বারোহী। তখন হযরত আবু আইয়াশ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি এদের মাঝে সর্বোত্তম অশ্বারোহী। তিনি বলেন, একথা বলার পর আমি পঞ্চাশ গজ না যেতেই ঘোড়া আমাকে ফেলে দেয়। হযরত আবু আইয়াশ বলেন, এতে আমি খুবই উদ্বিগ্ন হই, কেননা মহানবী (সা.) আমাকে বলছিলেন, তুমি যদি তোমার ঘোড়া অন্য কাউকে দিয়ে দাও তাহলে ভাল হয়। অথচ আমি বলছিলাম যে, আমি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম অশ্বারোহী। বনুজারিকের মতে এরপর মহানবী (সা.) হযরত আইয়াশের ঘোড়ায় হযরত মায়ায বিন মাআসকে কিম্বা আয়েয বিন মাআসকে বসিয়ে দেন। (তারিখুত তিবরী, ৩ য় খণ্ড, পৃ: ১১৩, ১১৫)

হযরত সাদ বিন যায়েদ আল আশহালী ছিলেন আরেকজন বদরী সাহাবী। তার সম্পর্ক ছিল আনসারের বনু আব্দেল আশহালের সাথে। তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন। কারো কারো মতে বয়আতে উকবায়ও তিনি যোগদান করেন। তিনি বদর, ওহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবীর সাথে যোগদান করেন। মহানবী (সা.) তার হাতে বনু কোরেজার বন্দীদের পাঠিয়েছিলেন, তাদের বিনিময়ে তিনি নাজাদে ঘোড়া এবং অস্ত্র ক্রয় করেছিলেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৭-২১৮, দারুল ফিকরুনশর ওয়াতউযি)

রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সাদ বিন জায়েদ একটি নাজরানী তরবারী মহানবী (সা.)-কে উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন। তিনি (সা.) সেই তরবারী হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে দান করেন এবং বলেন যে, এর মাধ্যমে খোদা তা'লার পথে জিহাদ করবে আর মানুষ যখন পরস্পর মতভেদে লিপ্ত হবে তখন এটিকে পাথরে ছুড়ে মের আর নিজের ঘরে বসে যেও।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৬, দারুল ফিকরুনশর ওয়াতউযি)

অর্থাৎ কোন প্রকার ফেতনা এবং নৈরাজ্যে অংশ গ্রহণ কর না।

আল্লাহ্ তা'লা করুন, আজকের মুসলমান যারা পরস্পরের শিরোচ্ছেদ করছে তারাও যেন এই কথাগুলো মেনে চলতে পারে, পৃথিবীতে যেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা এইসব সাহাবীর পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন আর আমাদেরকেও নেক কর্ম করার, ত্যাগ স্বীকার করার, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার নীতির ভিত্তিতে জীবন যাপনের তৌফিক দান করুন।

****

প্রথম পাতার শেষাংশ.....

ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তোমরা খোদাতালাকে দোষারোপ করিও না, বরং তোমরা দোয়া করিও যেন খোদা তোমাদিগকে বিপদ ও পরীক্ষা হইতে নিরাপদ রাখেন। অবশ্য যে ব্যক্তি দুই স্ত্রী গ্রহণ করিয়া ন্যায়-বিচার করে না, সে কঠোর যালেম এবং শাস্তি পাইবার যোগ্য; কিন্তু তোমরা স্বয়ং খোদার অবাধ্যতাচরণ করিয়া ঐশী কোপে পতিত হইও না। প্রত্যেকে নিজের কর্মের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে। যদি তুমি খোদাতালার দৃষ্টিতে পুণ্যবতী হও তাহা হইলে তোমার স্বামীকে পুণ্যবান করা হইবে। শরীয়ত যদিও নানা কারণে একাধিক বিবাহ সঙ্গত বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছে। তথাপি নিয়তির বিধান তোমাদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। শরীয়তের বিধান যদি তোমাদের জন্য অসহনীয় হয়, তাহা হইলে দোয়ার সাহায্যে নিয়তির বিধান হইতে উপকার গ্রহণ কর। কারণ নিয়তির বিধান শরীয়তের বিধানের উপরও প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। তাকওয়া (ধর্ম-ভীরুতা) অবলম্বন কর, দুনিয়া ও উহার সৌন্দর্যের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইও না। জাতীয় গৌরব করিও না। কোন স্ত্রীলোকের প্রতি হাসি-বিদ্রুপ করিও না। স্বামীর নিকট এইরূপ কিছু চাহিবে না যাহা তাহার ক্ষমতার বাহিরে। চেষ্টা কর, যেন নিষ্পাপ ও পবিত্র অবস্থায় কবরে প্রবেশ করিতে পার। খোদাতালার প্রতি কর্তব্য নামায, রোযা ইত্যাদিতে শিথিল হইও না।

মন-প্রাণ দিয়া নিজের স্বামীর অনুগত হও। তাহার সম্মানের অনেকাংশ তোমার হস্তে রহিয়াছে।

সুতরাং তোমরা নিজেদের এই দায়িত্ব এরূপ উত্তমরূপে পালন কর যেন খোদাতালার সমীপে সালেহ ও কানেতা (পুণ্যবতী ও অল্পে-সন্তুষ্ট) বলিয়া পরিগণিত হও। অপব্যয় করিও না এবং স্বামীর ধন অন্যায়ভাবে খরচ করিও না। বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, চুরি করিও না, পরনিন্দা করিও না; এক নারী, অপর নারী বা পুরুষের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবে না।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৭৯-৮১)

আল্লাহ্‌র বাণী

مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

"আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের জন্য না কোন বন্ধু আছে এবং না কোন সাহায্যকারী আছে।" (আল বাকারা: ১০৮)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া,মুর্শিদাবাদ

জুমআর খুতবা

আনুগত্য এবং নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা বদরী সাহাবীবৃন্দ

হযরত সাবেত বিন খালিদ আনসারী, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আরফাতা, হযরত উতবা বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত কায়েস বিন আবি সা'সা, হযরত উবাদইদা বিন হারিস রিযওয়ানুল্লাহি আনহুমের পবিত্র জীবনালেখ্যের উল্লেখ।

ইন্ডোনেশিয়ার দীর্ঘদিন খেদমতকারী একজন ওয়াকফে যিন্দগী ও মুবাল্লিগ সিলসিলা, মিশনারী ইনচার্জ, জামেয়া প্রিন্সিপল (ইন্ডোনেশিয়া) হিসেবে সেবাদানকারী শ্রদ্ধেয় সুয়ূতী আহমদ আযীয সাহেবের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং তাঁর জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৩০ শে নভেম্বর , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (৩০ নবুয়ত , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: আজ যেসব সাহাবীর স্মৃতিচারণ করবো তাদের মাঝে সর্বপ্রথম রয়েছেন, হযরত সাবেত বিন খালেদ আনসারী (রা.)। তিনি বনু নাজ্জারের বনু মালেক গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তিনি বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে যোগদান করেন, আর এই যুদ্ধেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। কারো কারো মতে বে'রে মউনার সময় তাঁর শাহাদত হয়েছে।

(ইসতিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৮)

এরপর রয়েছেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উরফাতা (রা.)। তিনি হযরত জাফর বিন আবু তালিবের সাথে ইথিওপিয়ার হিজরতে অংশ নিয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদের একটি রেওয়াত অনুসারে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাদেরকে নাজ্জাশির কাছে পাঠিয়েছিলেন, আমাদের মোট সংখ্যা আশির কাছাকাছি ছিল। (মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০১, হাদীস-৪৪০০)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উরফাতা বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছেন।

(ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৪৯)

এরপর রয়েছেন হযরত উতবা বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.), তার মায়ের নাম ছিল উসরা বিনতে যায়েদ। তিনি উকবার বয়আত, বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

(ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০২৬) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩০)

এরপর রয়েছেন, হযরত কায়েস বিন আবি সা'সা আনসারী (রা.)। তার পিতার নাম ছিল, আমর বিন যায়েদ। কিন্তু তিনি তার ডাক নাম আবু সা'সা নামেই পরিচিত ছিলেন। হযরত কায়েসের মায়ের নাম ছিল শায়বা বিনতে আসেম। হযরত কায়েস ৭০ জন আনসারের সাথে উকবার বয়আতে যোগদান করেছেন। বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সম্মানও তিনি লাভ করেছেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩০, ১৯৯০ সালে বেরুতে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত)

বদরের যুদ্ধের জন্য যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) তাঁর সেনাবাহিনীর সাথে মদীনার বাইরে বুয়ুতুস্ সুকিয়া নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন; এবং স্বল্পবয়স্ক বালক, যারা মহানবী (সা.)-এর বাহনে সঙ্গে বসার আগ্রহে তাঁর সাথে এসেছিলেন, তাদেরকে সেখান থেকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, সুকিয়া কূপ থেকে পানি নিয়ে আসা হোক। তিনি সেই কূপের পানি পান করেন। এরপর তিনি সুকিয়ার বসতিস্থলের পাশে নামায পড়েন। সুকিয়া থেকে যাত্রার সময় রসূলে করীম (সা.) হযরত কায়েস বিন আবি সা'সা-কে মুসলমানদের মোট সংখ্যা গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তাকে পানির (বিতরণের) তত্ত্বাবধায়কও নিযুক্ত করা হয়েছিল। এরপর মহানবী (সা.) বে'রে আবি ইনাবা, যা মসজিদে নববী থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল, সেখানে যাত্রা বিরতি দেন। হযরত কায়েস (রা.) মহানবী (সা.) এর গণনার নির্দেশ অনুসারে গণনা করে মহানবী (সা.)-কে জানান যে, তাদের সংখ্যা বা মুসলমানদের সংখ্যা মোট ৩১৩। হুযূর (সা.) এটি শুনে আনন্দিত হন এবং বলেন, তালূতের সাথীদের সংখ্যাও এতটাই ছিল। সুকিয়া সম্পর্কে নোট লেখা রয়েছে যে, এর দূরত্ব মসজিদে নববী থেকে দু'কিলোমিটার। এই জায়গার পুরোনো নাম ছিল হোসাইকা। হযরত খাল্লাদ বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) হোসাইকার নাম পরিবর্তন করে সুকিয়া রেখেছিলেন। তিনি বলেন যে, আমার হৃদয়ে সুকিয়াকে ক্রয় করার বাসনা জাগ্রত হয়। কিন্তু আমার পূর্বেই সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এটিকে দু'টো উটের বিনিময়ে ক্রয় করেন। কারো কারো মতে সাত আউকিয়া বা দুইশত আশি দিরহামের বিনিময়ে তা ক্রয় করা হয়েছিল। রসূলে করীম (সা.) এর কাছে যখন এটি উল্লেখ করা হয় তখন তিনি (সা.) বলেন, এটি ক্রয় করা খুবই লাভজনক একটি কাজ হয়েছে।

(আসসীরাতুন নাবুয়ত আলা যাওউল কুরআন ওয়াসসুন্নাহ, প্রণেতা- মহম্মদ বিন মহম্মদ বিন সুয়েলাম, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৪, প্রকাশক-মাকতবুতাস শামেলা)

(সুবুলুল হুদা ওয়াররুশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৩-২৫, প্রকাশক-দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত) (ইয়ামুল ফুরকান ইসরার গাযওয়ায়ে বদর, প্রণেতা- আদদাকতুর মুস্তাফা হাসানুল বাদবী, পৃ: ১২৪, প্রকাশক-দারুল মিনহাজ, বেরুত) (কিতাবুল মাগাযি, লিলওয়াকদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭-৩৮, প্রকাশক-দারুল কিতাবুল ইলমিয়া, বেরুত, প্রকাশকাল-২০১৩ সাল)

একইভাবে বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) 'সাকা'-র নেতৃত্ব তার হাতে দিয়েছিলেন। 'সাকা' সেনাবাহিনীর সেই অংশ হয়ে থাকে যেটি নিরাপত্তার জন্য বাহিনীর পিছনে অবস্থান করে। একবার তিনি মহানবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কতদিনে কুরআনে করীম শেষ করব? তিনি (সা.) বলেন, পনের রাতে। হযরত কায়েস নিবেদন করেন, আমি আমার ভেতর এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য আছে বলে মনে করি। তখন তিনি (সা.) বলেন, এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ে একবার পুরোটা পড়তে পার। তিনি (রা.) বলেন, আমি নিজের মাঝে এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য দেখতে পাই। এরপর তিনি দীর্ঘ দিন এভাবে কুরআন তিলাওয়াত অব্যাহত রাখেন। তিনি যখন বয়োবৃদ্ধ হয়ে যান আর চোখে পট্টি বাঁধার প্রয়োজন হয় তখন পনের রাতে পুরো কুরআন শেষ করা আরম্ভ করেন। তখন তিনি বলতেন যে, হায়! আমি যদি মহানবী (সা.) প্রদত্ত ছাড় শিরোধার্য করতাম তাহলে ভালো হতো।

(উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪০৮,দারুল কিতাবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল-২০০৩) (তাজুল উরুস)

তার দুই সন্তান ছিল, আল ফাকে আর উম্মে হারেস। তাদের উভয়ের মা ছিলেন উমামা বিনতে মুআয। হযরত কায়েসের বংশ আর বিস্তার লাভ করে নি। তার তিন ভাই ছিলেন যারা মহানবী (সা.) এর সাহচর্য থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু বদরের যুদ্ধে তারা অংশগ্রহণ করেননি। এদের মধ্যে হারেস ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন এবং হযরত আবু কিলাব ও হযরত জাবের বিন আবি সা'সা মুতা'র যুদ্ধে শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল-১৯৯০)

এরপর রয়েছেন হযরত উবায়দা বিন হারেস (রা.), আরেকজন সাহাবী। হযরত উবায়দা বিন হারেস বনু মুত্তালিবের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তিনি মহানবী (সা.) এর নিকটাত্মীয়দের একজন ছিলেন। বনু মুত্তালিব গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তার ডাকনাম ছিল আবু হারেস, কারো কারো মতে নাম ছিল আবু মুআভিয়া। তার মায়ের নাম সুখায়লা বিনতে খুযাঈ। হযরত উবায়দা বয়সে মহানবী (সা.) থেকে দশ বছরের বড় ছিলেন। প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) এর দ্বারে আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ঈমান আনয়ন করেছিলেন। হযরত আবু উবায়দা, হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল্লাহ্ আসাদী এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আরকাম এবং হযরত উসমান বিন মাযউন একই সময়ে ঈমান আনয়ন করেছিলেন। হযরত উবায়দা মহানবী (সা.) এর দৃষ্টিতে বিশেষ পদমর্যাদা রাখতেন। হযরত উবায়দা বিন হারেস প্রাথমিক দিনগুলোতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বনু আব্দে মানাফের সর্দারদের একজন ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫৪৭,দারুল কিতাবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল-২০০৩) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৩৫৩, (উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪০৮,দারুল কিতাবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল-১৯৯৫))

হযরত উবায়দা বিন হারেস তার দুই ভাই হযরত তোফায়েল বিন হারেস এবং হযরত হোসাইন বিন হারেসের সাথে মদীনায় হিজরত করেন। তাদের সাথে হযরত মিসতা বিন উসাসাও ছিলেন। সফরের পূর্বে সিদ্ধান্ত হয় যে, তারা নাজা উপত্যকায় সমবেত হবেন। কিন্তু হযরত মিসতা বিন উসাসা পিছনে থেকে যান কেননা তাকে সর্প দংশন করে। পরের দিন হযরত মিসতার দংশিত হওয়ার সংবাদ পৌঁছালে তারা ফিরে গিয়ে তাকে সাথে নিয়ে মদীনায় চলে আসেন। মদীনায় হযরত আব্দুর রহমান বিন সালামার ঘরে অবস্থান করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল-১৯৯০)

মহানবী (সা.) হযরত উবায়দা বিন হারেস এবং হযরত উমায়ের বিন হুম্মামের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। হযরত উবায়দা বিন হারেসও হযরত উমায়ের বিন হুম্মাম, উভয়েই বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

(আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২১৪)

তার দুই ভাই, হযরত তোফায়েল বিন হারেস এবং হযরত হুসাইন বিন হারেসও বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮-৩৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল-১৯৯০)

মহানবী (সা.) মদীনায় এসে কাফেরদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যা তাঁর উচ্চমানের রাজনৈতিক দক্ষতা এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত দুরদর্শিতারই পরিচায়ক। এর উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাতে খাতামান্নাবিয়্যিন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন- ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, প্রথম সেনাদল, যা মহানবী (সা.) হযরত উবায়দা বিন হারেসের নেতৃত্বে পাঠিয়েছিলেন এবং যারা একরামা বিন আবু জাহলের একটা সেনাদলের মুখোমুখি হয়েছিল, তাতে মক্কার দু'জন দুর্বল মুসলমান, যারা কুরায়েশদের দলভুক্ত হয়ে এসেছিল, কুরায়েশদের ছেড়ে মুসলমানদের দলে এসে যোগ দেয়। .... বর্ণিত আছে যে, এই অভিযানে মুসলমান বাহিনী যখন কুরায়েশ বাহিনীর সামনে আসে তখন মিকদাদ বিন আমর এবং উতবা বিন গাযওয়ান, যারা বনু যোহরা এবং বনু নওফেল-এর মিত্র ছিলেন, মুশরিকদের দল ছেড়ে মুসলমানদের দলে এসে যোগ দেন। এরা উভয়ে মুসলমান ছিলেন। মুসলমানদের সাথে এসে মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে তারা কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে আসেন। অতএব এ দলগুলো পাঠানোর পেছনে মহানবী (সা.) এর উদ্দেশ্য হলো, অত্যাচারী- অবিশ্বাসীদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে এমন লোকদের যেন মুসলমানদের দলে যোগ দেয়ার সুযোগ লাভ হয়। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ., পৃ: ৩২৪)

হিজরতের আট মাস পর মহানবী (সা.) হযরত উবায়দা বিন হারেসকে ষাট কিংবা আশিজন অশ্বারোহী সৈন্যের সাথে প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.) হযরত উবায়দা বিন হারেসের জন্য সাদা রং-এর একটি পতাকা বাঁধেন, যা বহন করছিলেন মিসতা বিন আসাসা। এই যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, অর্থাৎ এই যে সেনাদল বা অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল, এর উদ্দেশ্য ছিল কুরায়েশের একটি বানিজ্য কাফেলাকে পথিমধ্যে বাধা দেওয়া। কুরায়েশ কাফেলার আমীর ছিল আবু সুফিয়ান, আর কারো কারো মতে, একরামা বিন আবু জাহল, আবার কারো কারো মতে মিকরাজ বিন হাফস। 'কাফের'দের এই কাফেলায় দুইশত ব্যক্তি ছিল, যারা বানিজ্য পণ্য নিয়ে যাচ্ছিল। সাহাবীদের এই জামা'ত রাবেগ উপত্যকায় তাদের কাছে পৌঁছে যায়। এই জায়গাকে ওয়াদ্দানও বলা হয়। উভয় পক্ষের মাঝে তির বিনিময় ছাড়া আর কোন যুদ্ধ হয় নি। যুদ্ধের জন্য রীতিমত সারিবদ্ধ হওয়ার সুযোগ হয়নি। মুসলমানদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম যে সাহাবী তির চালিয়েছিলেন তিনি ছিলেন হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাস। এটিই সেই প্রথম তীর ছিল যা ইসলামের পক্ষে চালানো হয়। তখন হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ এবং হযরত ওয়ায়েনা বিন গাযওয়ান (ইবনে হিশাম এবং তাবারী-র ইতিহাসে উতবা বিন গাযওয়ানও লিখিত আছে) মুশরেকদের দল ছেড়ে মুসলমানদের দলে যোগ দেন। কারণ তারা উভয়েই পূর্ব থেকে মুসলমান ছিলেন এবং মুসলমানদের কাছে যেতে চাইতেন। উবায়দা বিন হারেসের নেতৃত্বে এটি ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধাভিযান ছিল। পরস্পরের মাঝে তির বিনিময়ের পর উভয় পক্ষ পিছিয়ে যায় কারণ মুশরেকদের উপর মুসলমানদের এতটা ত্রাস ছেয়ে যায় যে, তারা ধরে নেয়, মুসলমানদের অনেক বড় বাহিনী তাদেরকে সাহায্যের জন্য পেছনে আসছে। তাই ভীত-ত্রস্ত হয়ে তারা পিছু হটে। আর মুসলমানরাও তাদের পিছু ধাওয়া করে নি।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৫-২১৬) (সিরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯২- তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২)

তারা গিয়েছে ঠিকই তবে রীতিমত যুদ্ধ হয় নি। উভয়পক্ষই হামলা করে। তারাও তির ছুড়েছে আর মুসলমানরাও। কিন্তু অবিশ্বাসীরা যখন পিছিয়ে যায় তখন মুসলমানরা ফিরে আসে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব তার বইতে লিখেন যে, ওয়াদদান যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে তিনি (সা.) তার এক নিকটাত্মীয় উবায়দা বিন হারেস মুত্তালেবী-র নেতৃত্বে ষাটজন উট আরোহীর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল কুরায়েশের আক্রমণ প্রতিহত করা। উবায়দা বিন হারেস এবং তার সাথীরা কিছু দূরত্ব অতিক্রম করে যখন সানিয়াতুল মাররা-র কাছে পৌঁছলেন তখন তারা হঠাৎ দেখলেন যে, কুরায়েশের দুইশত সশস্ত্র যুবক একরামা বিন আবু জাহলের নেতৃত্বে সেখানে তাবু গেড়ে রেখেছে। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয় আর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে তিরের আদান-প্রদানও হয়। এরপর মুশরেক দল এটি ভেবে পিছু হটে যে, মুসলমানদের পেছনে সাহায্যের জন্য হয়ত সৈন্য রয়েছে। তখন অবিশ্বাসীরা পিছু হটে কিন্তু মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করে নি। অবশ্য মুশরেক বাহিনীর মাঝ থেকে দুই ব্যক্তি মিকদাদ বিন আমর এবং উতবা বিন গাযওয়ান, একরামা বিন আবু জাহলের নেতৃত্বের গণ্ডি থেকে বের হয়ে মুসলমানদের দলে যোগ দেন। আর বর্ণিত আছে, এই উদ্দেশ্যেই তারা কুরায়েশের সাথে বেরিয়েছিলেন যে, সুযোগ পেলেই মুসলমানদের দলে যোগ দেবেন, কারণ আন্তরিকভাবে তারা মুসলমান ছিলেন। কিন্তু দুর্বলতার কারণে আর কুরায়েশের ভয়ে হিজরত করা সম্ভব ছিল না। খুব সম্ভব এই ঘটনাই কুরায়েশদের হীনবল করে তোলে। আর এটিকে অশুভ লক্ষণ মনে করে তারা পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিহাসে এটি উল্লেখ নেই যে, কুরায়েশের এই বাহিনী, যেটি নিশ্চিতভাবে বানিজ্য কাফেলা ছিল না, ব্যবসার অজুহাতে তারা সশস্ত্র হয়ে বেরিয়েছিল, যার সম্পর্কে ইবনে ইসহাক জাম-এ-আযীম অর্থাৎ বড় সৈন্যবাহিনী শব্দ ব্যবহার করেছেন, এরা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এদিকে এসেছিল। কিন্তু তাদের কোন সদিচ্ছা যে ছিল না, একথা সুনিশ্চিত। তারা নেক উদ্দেশ্যে বের হয় নি, আক্রমণের উদ্দেশ্যে এসেছিল যার কারণে মুসলমানরাও তির ছুঁড়ে। আর পরিস্থিতি থেকে বুঝা যায় যে, প্রথম তির কাফেরদের পক্ষ থেকে চালানো হয়। এটি খোদার একান্ত কৃপা ছিল যে, মুসলমানদের প্রস্তুত পেয়ে আর নিজেদের কতককে মুসলমানদের দলে যোগ দিতে দেখে তাদের আর সাহস হয় নি এবং তারা ফিরে যায়। এই অভিযানে সাহাবীদের যে লাভ হয় তা হলো, দুটি মুসলমান প্রাণ কুরায়েশদের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পায়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ২৩৮)

তিনি (রা.) বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষ থেকে ওয়ালিদ বিন উতবার মোকাবিলা করেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত এই ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যেমন- হযরত আলীর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ -আয়াত তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা বদরের যুদ্ধের দিন শত্রুর মোকাবিলা করে, অর্থাৎ হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব, হযরত আলী বিন আবি তালিব, হযরত উবায়দা বিন হারেস, উতায়বা বিন রাবিয়্যা, শায়বা বিন রাবিয়্যা এবং ওয়ালিদ বিন উতবা।

(আল মুসতাদরাক আলাস সালেহীন,২য় খণ্ড, পৃ: ৪১৯, কিতাবুত তাফসীর সুরা হজ্জ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২)

এই আয়াতের অর্থ হলো: এরা দু'টো বিবদমান দল যারা তাদের প্রভু সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছে। পুরো আয়াত হলো,

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۖ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ (الحج:20)

(সূরা হাজ্জ:২০)

এই দু'টো বিবদমান দল যারা তাদের প্রভু সম্পর্কে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে, অতএব যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্য আগুনের কাপড় কাটা হবে। তাদের মাথার ওপর প্রচণ্ড গরম পানি ঢালা হবে।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশদ বিরবণ সুনান আবু দাউদে এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত আলীর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে, উতবা বিন রাবিয়া এবং তার পিছনে তার পুত্র ও ভাইও বের হয় আর চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে বের হবে? তখন আনসারের বেশ কিছু যুবক এর উত্তর দেয়। উতবা জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা? তারা বলে, আমরা আনসার। উতবা বলে, তোমাদের সাথে আমাদের কোন বিবাদ নেই। আমরা কেবল আমাদের চাচার পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা রাখি। তিনি (সা.) তখন বলেন, হে হামজা! উঠো। হে আলী! দাঁড়িয়ে যাও। হে উবায়দা বিন হারেস! এগিয়ে যাও। হযরত আলী বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর কণ্ঠ শুনতেই হযরত হামজা উতবার দিকে অগ্রসর হন এবং আমি শায়বার দিকে আর উবায়দা বিন হারেস ও ওলীদের মাঝে যুদ্ধ হয়। উভয়ই পরস্পরকে মারাত্মকভাবে আহত করে। এরপর আমরা উভয়েই ওলীদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করি এবং তাকে হত্যা করি আর উবায়দাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফিল মুবাযেরাত, হাদীস-২৬৬৫)

এই যুদ্ধ চলাকালে উতবা হযরত উবায়দা বিন হারেসের পায়ের গোছায়প্রচণ্ড আঘাত করায় তার পায়ের গোছা কেটে যায়। মহানবী (সা.) তাকে সেখান থেকে উঠানোর ব্যবস্থা করেন। আর বদরের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সাফরা নামক স্থানে, যেটি বদরের নিকটবর্তী একটি জায়গা, তার ইন্তেকাল হয় আর সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

(আল মুসতাদরাক আলাস সালেহীন,৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৭-২০৮, মারেফাতুস সাহাবা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২) (লুগাতুল হাদীস কিতাব, 'সোয়াদ', পৃ: ৬৭)

একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত উবায়দার পায়ের গোছা কেটে গিয়ে তা থেকে যখন রক্ত এবং মজ্জা বের হচ্ছিল তখন সাহাবীরা উবায়দাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কি শহীদ নই? যুদ্ধে আহত হন, তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধ-ময়দানে তার শাহাদত হয় নি। তিনি (সা.) তার উত্তরে বললেন, কেন নয়! তুমি অবশ্যই শহীদ। এক রেওয়ায়েত অনুসারে উবায়দা বিন হারেসকে যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট নিয়ে আসা হয় তখন তিনি (সা.) নিজের উরুতে তার মাথা রাখেন আর এরপর হযরত উবায়দা বলেন, আজকে যদি আবু তালেব জীবিত থাকতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, তিনি যে দাবি করতেন তার চেয়ে আমি অধিক যোগ্য আর তিনি বলতেন, وَنُسْلِمُهُ حَتّٰى نُصْرَعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ اَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ অর্থাৎ এটি মিথ্যা কথা যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে আমরা তোমাদের হাতে সোপর্দ করব, এটি কেবল তখনই সম্ভব হবে যদি তার চতুষ্পার্শ্বে আমাদেরকে ধরাশায়ী করা হয় আর আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাই। এটি

ছিল তাদের আন্তরিকতা ও আবেগ। শাহাদতের সময় হযরত উবায়দা বিন হারেসের বয়স ছিল ৬৩ বছর।

(আল মুসতাদরাক আলাস সালেহীন,৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৮, মারেফাতুস সাহাবা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২) (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৪৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত)

এই কয়েকজন সাহাবীর স্মৃতিচারণের পর এখন আমি ইন্দোনেশিয়ায় আমাদের একজন দীর্ঘ দিন খেদমতকারী ওয়াকেফে জিন্দেগী জামা'তের মুবাল্লেগের স্মৃতিচারণ করতে চাই, যিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। তার নাম হলো সুয়ূতি আহমদ আযীয সাহেব। তিনি ১৯ নভেম্বর তারিখে ইন্তেকাল করেন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি মারাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাকে রাবওয়া পাঠানো হয়েছিল। রাবওয়ার তাহের হার্ট ইনস্টিটিউটে তার অনেক বড় একটি অপারেশন হয়। কিছুদিন পর তিনি ১৯ নভেম্বর তারিখে ইন্তেকাল করেন। আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী, দুজন পুত্র-কন্যা এবং দশজন পৌত্র-পৌত্রি ও দৌহিত্র-দৌহিত্রি রয়েছে। তাদের মাঝে ছয়জন ওয়াকফে নও।

সুয়ূতি আযীয সাহেবের জন্ম হয়েছে ১৭ আগস্ট ১৯৪৪ সনে দক্ষিণ সোলাবেসিতে। তিনি ১৯৬৬-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭১-এর অক্টোবর পর্যন্ত রাবওয়ার জামেয়ায় শিক্ষার্জন করেছেন। ১৯৭২ সনের এপ্রিলে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ হিসেবে তিনি ইন্দোনেশিয়ায় নিযুক্ত হন। ১৯৮৫ সনে কর্মক্ষেত্রেই স্বীয় কার্যক্রমের ভিত্তিতে তিনি শাহেদ ডিগ্রীও লাভ করেন। ২০০০ সনে তিনি হজ্জ করারও সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত ৭ বছর তিনি দক্ষিণ সুমাত্রা, লামপুং, জাম্বি এবং ব্যাঙ্কুলোতে মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত মুয়াল্লেম ক্লাসে রীতিমত শিক্ষক হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ লাভ করেন। ১৯৮১ সনে পূরবোকিরতো জামাতে মুবাল্লেগ হিসেবে তার পদায়ন হয় এবং ১৯৮২ সনে মুয়াল্লেম ও মুবাল্লেগ ক্লাসে সহকারি পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৮২ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রিন্সিপাল ছিলেন আর ১৯৮৫ সনে তাকে শাহেদ ডিগ্রী প্রদান করা হয়। ১৯৯২ থেকে ২০১৬ সন পর্যন্ত ২০ বছর তিনি মুবাল্লেগ ইনচার্জ ছিলেন। ২০১৬ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রিন্সিপাল হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন।

১৯৭৩ সনে তিনি জামা'তের মুবাল্লেগ আব্দুল ওহাব সুমাত্রী সাহেবের মেয়ে আফিফা সাহেবাকে বিয়ে করেন, যিনি ইন্দোনেশিয়ার আমীর আব্দুল বাসেত সাহেবের বড় বোন। তার ঘরে সুয়ূতি সাহেবের চার সন্তান হয়- মার্দিয়া খালেদ, হারেস আব্দুল বারী, সাদাত আহমদ এবং আলিতা আতীয়াতুল আলীম। আফিফা সাহেবা ২০০৯ সনে ইন্তেকাল করেন। এরপর সুয়ূতি সাহেব আরিনা দামা ইন্তি সাহেবাকে বিয়ে করেন, তার ঘরে কোন সন্তান নেই। তার বংশে কীভাবে আহমদীয়াত এসেছে- সে সম্পর্কে তিনি একবার এমটিএতে ইন্টারভিউ দেন এবং বলেন, আমার এবং আমার বংশের লোকদের বয়আত করার মূল কারণ হলো, আমার দাদা ওসীয়্যত করে গিয়েছিলেন যে, শেষ যুগে ইমাম মাহদী আসবেন। আর তিনি যখন আসবেন তখন তোমরা সবাই তাকে গ্রহণ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে আমাদের বংশ দুই বার হিজরত করে। ১৯৫৯ সনে আমাদের বংশ লামপং-এর দিকে হিজরত করে। ১৯৬৩ সনে মৌলানা যেইনী দেহলান সাহেব তবলীগের জন্য লামপং আসেন আর তার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, ইমাম মাহদী এসে গেছেন। তিনি বলেন, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, ইমাম মাহদী যে এসে গেছেন এর প্রমাণ কী? তিনি আমাদেরকে 'মসীহ্ আখেরুজ্জামানের সত্যতা' নামে একটি বই দেন আর এ বইটি পড়তে বলেন। আমি যখন এ বইটি পড়লাম তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, ইমাম মাহদী, যার আসার কথা ছিল, তিনি এসে গেছেন আর সেই ইমাম মাহদী হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। বস্তুত ১৯৬৩ সনে ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ১৯ বছর বয়সে আমি এবং আমার বংশের ৪০ ব্যক্তি মৌলানা যেইনী দেহলান সাহেবের মাধ্যমে বয়আত করি।

তিনি আরো বলেন, ১৯৬৩ সনে রাবওয়া থেকে ওকীলুত তবশীর সাহেব বানডং-এ আসেন। আমিও তখন সেখানেই ছিলাম। জামা'তের প্রোগ্রাম ও অনুষ্ঠানমালা দেখে এবং মুবাল্লেগদের সাথে সাক্ষাৎ করে জামা'তের সত্যতা আমার সামনে আরো স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। জামেয়াতে কীভাবে ভর্তি হয়েছেন- সে সম্পর্কে তিনি বলেন, ১৯৬৩ সনে মৌলানা আবু বকর আইয়ূব সাহেব, যিনি তখন দক্ষিণ সুমাত্রার মুবাল্লেগ ছিলেন, নতুন বয়আতকারীদের তরবীয়তের জন্য আমাদের কাছে লামপং আসেন। এই সফরের পর তিনি মুবাল্লেগ ইনচার্জ মৌলানা সৈয়্যদ শাহ মুহাম্মদ জিলানীকে রিপোর্টে লিখেন যে, লামপং-এ বোগিস জাতির কতক ব্যক্তি বয়াআত করেছে। এখনো এ জাতির মধ্য থেকে কোন মুবাল্লেগ নেই অথচ জাভা এবং সুন্দা জাতির মুবাল্লেগ রয়েছে। তিনি লিখেন, আমি সেখানে এমন তিনজন যুবক দেখেছি যাদেরকে রাবওয়ায় পড়াশোনার জন্য পাঠানো যেতে পারে। সেই তিন যুবকের মাঝে একজন ছিলাম আমি। তিনজনকে রাবওয়া পাঠানোর সুপারিশ করা হয়। পাসপোর্ট বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তখন ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না, পাসপোর্ট বানানো সম্ভব হয় নি। ১৯৬৬ সনে মুবাল্লেগ ইনচার্জ জনাব মুহাম্মদ দীন সাহেবের সাথে আমি পাকিস্তান দুতাবাসে যাই, ভিসার আবেদন করি আর ১৫ মিনিটের ভিতর ভিসা হয়ে যায়। এরপর করাচী এয়ারপোর্টে পৌঁছে এক রাত সেখানে অবস্থান করে সেখান থেকে ট্রেনযোগে রাবওয়া পৌঁছি। এরপর আমি রাবওয়া স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে জামেয়া পৌঁছে যাই।

তিনি বলেন, জামেয়ার বহু ছাত্র আমাকে স্বাগত জানায়। নতুন পরিবেশ ছিল, প্রথম দিকে অনেক সমস্যা হয়, এরপর অভ্যাস হয়ে যায়। তিনদিন পর আমার জামেয়ায় ভর্তি হওয়ার সৌভাগ্য হয়। শিক্ষকদের মাঝে একজন ছিলেন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এক সাহাবী হযরত মাস্টার আতা মুহাম্মদ সাহেব। তিনি বলেন, রাবওয়া অবস্থানকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বেশ কয়েকজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। সবসময় কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজতাম এবং কথা বলার সময় তাদের পা টিপে দিতাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সাথে একটি আনন্দঘন সাক্ষাতের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন খেলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পর আমরা প্রথমবার তার সাথে সাক্ষাৎ করি আর হুযূরের সাথে আলিঙ্গন করি। হুযূর (রাহে.) আমার গালে আলতো স্নেহের স্পর্শ দিয়ে বলেন, ইন্দোনেশিয়া থেকে এসেছো, তোমরা অনেক দূর থেকে এখানে এসেছো। সব বিদেশী ছাত্রদেরকে তিনি বলেন, তোমরা সবাই আমার সন্তান। খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর আধ্যাত্মিক জ্যোতি সব সময় আমাদের সাথে ছিল, একারণে আমাদের যত সমস্যা ছিল সব সহজ হয়ে যায়। খলীফা সালেস (রাহে.) বলেছিলেন, যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়, আমার কাছে চলে এসো। তিনি বলেন, যখন ইন্দোনেশিয়া ফিরে যাচ্ছিলাম, যাওয়ার পূর্বে হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, তখন হুযূর জিজ্ঞেস করেন আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? আমি বললাম, আমার কিছু বই-পুস্তক দরকার, আমি অফিসে গিয়েছিলাম কিন্তু বই পাই নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) নিজ হাতে একটি নোট লিখেন যে, সুয়ূতিকে বইপুস্তক দিয়ে দাও। এরপর রূহানী খাযায়েনের পুরো সেট আমাকে দেওয়া হয় যা এখনো আমার কাছে আছে। যাওয়ার পূর্বে হুযূর (রাহে.) দীর্ঘক্ষণ আমাকে বুকে জড়িয়ে রাখেন আর আমার কানে কানে বলেন, তোমার মনিবের সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করো না, এটিই আমার নসীহত।

একটি ঘটনা লিখেন যে, ১৯৯৩ সনে ইন্দোনেশিয়ার আমীর শরীফ আহমদ বোগেস সাহেব আন্তর্জাতিক বয়আতের পরিকল্পনা সফল করার জন্য আমাকে ফিলিপাইন পাঠান আর বলেন যে, এটি খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশ। আমি বলি যে, আমি খুবই দুর্বল, ভাষাও জানি না। তিনি বলেন, আপনার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমি বলি, আপনার নির্দেশ যদি এটিই হয়ে থাকে তাহলে আমি প্রস্তুত আছি। তিনি জামাতী কেন্দ্রে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছানোর জন্য ম্যানিলা এবং জাম্বুঙ্গা সিটি হয়ে যেতে হতো। খাবার খাওয়ার পর আমার ভয়াবহ ডায়রিয়া হয় আর পেট খারাপ হয়ে যায়। চরম দুর্বলতা অনুভব করি। এমন অবস্থায় দোয়া করি যে, হে আল্লাহ! এখানে যদি মারা যাই তাহলে এখানে কোন মুসলমানও নেই যে আমার জানাযা পড়াবে। রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, ইউনিফর্ম পরিহিতা এক নার্স আমার কাছে আসে এবং আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ফুঁ দেয়। তখন আমি অনুভব করি যে, আমার শরীর শীতল হয়ে গেছে, আর সেই শীতলতা আমার পায়ের দিক থেকে বেরিয়ে যায়। সকালে যখন উঠি তখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ্য ছিলাম। আমি তাবিতাবির দিকে যাত্রা করি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিন মাসের ভেতর সেখানে একশত ত্রিশ ব্যক্তি বয়আত করে জামা'তভুক্ত হয়।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর আব্দুল বাসেত সাহেব লিখেন, সুয়ূতী আযীয সাহেবকে ভগ্নীপতি এবং মুবাল্লেগ হিসেবে খুব কাছে থেকে দেখেছি এবং খুব ভালোভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে। খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বিনয়ের পরাকাষ্ঠা ছিলেন। ধৈর্য ও সহনশীলতার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আদর্শ ছিলেন। দোয়াগো, তাহাজ্জুদ গুযার, খোদার ওপর পরম আস্থাশীল ছিলেন। খেলাফত ব্যবস্থা এবং জামা'তের খলীফাদের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা ছিল। জামা'তী কাজকে সবসময় নিজের কাজের ওপর প্রাধান্য দিতেন। জামা'তের একজন সফল খাদেম ছিলেন। মুবাল্লেগ হিসাবেই হোক বা জামেয়ার শিক্ষক হিসাবেই হোক বা প্রিন্সিপাল বা মুবাল্লেগ ইনচার্জ হিসাবেই হোক– যে দায়িত্ব, কাজ এবং পদই তার উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে খুবই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছেন। ওয়াকেফে জিন্দেগীর জন্য উন্নতমানের এক দৃষ্টান্ত ছিলেন।

জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার সহকারী প্রিন্সিপাল মাসুম সাহেব বলেন, সুয়ূতী সাহেব জামেয়া আহমদীয়ায় সালেসা, রাবেআ এবং খামেসায় কুরআনের অনুবাদ পড়াতেন। মুবাশ্বের ক্লাসে কালাম পড়াতেন। পড়ানোর জন্য ইরফানে এলাহী বই ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। অসুস্থতার কারণে তার স্বাস্থ্য যখন দুর্বল হয়ে যায় এবং চলাফেরা করা কঠিন হয়ে যায় তখন ছাত্ররা তার অফিসে এসে তার কাছে পড়তো। রাবওয়া যাওয়ার পূর্বে ৮ নভেম্বর তিনি শেষ ক্লাস নিয়েছেন। তিনি সবসময় বলতেন, জামেয়াকে এখন শাহেদে উন্নীত করা হয়েছে, খলীফাতুল মসীহ্ এটির অনুমোদন দান করেছেন, তাই খলীফাতুল মসীহ্র ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে হবে আর এজন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

তার মেয়ে মারদিয়া সাহেবা লিখেন, আমাদের পিতা সত্যিই পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন তার জীবন জামা'তের কাজে ব্যয় করেছেন। এমনকি আমরা খুব কমই কোন জায়গায় ভ্রমণে গিয়েছি। কিন্তু আমরা বুঝতাম যে, এটিই ওয়াকফে জিন্দেগীদের জীবন। সন্তানদেরকে তিনি এটিই শিখিয়েছেন। একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর পুরোটা সময় জামা'তের জন্য। তিনি আরো বলেন, আমাদের

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 3-10 Jan, 2019 Issue No.1-2

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

পিতার তরবিয়তের রীতি ছিল এই যে, তিনি বেশি নসীহত করতেন না বরং নিজের কর্মের মাধ্যমে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। আমার মা যখন অসুস্থ হতেন ধৈর্যের সাথে তার সেবা করতেন। ঘরের কাজও তিনি নিজেই করতেন। রমজানের দিনগুলোতে সেহরী ও ইফতার এর প্রস্তুতিও নিজেই নিতেন। কখনো কাউকে বলতেন না যে, আমার জন্য অমুক কাজটি করে দাও। নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস ছিল।

তার পুত্র সাদাত আহমদ সাহেব লিখেন, খুব ধৈর্যের সাথে তিনি আমাদের তরবীয়ত করতেন, কিন্তু নামাযের বিষয়ে তিনি যারপরনায় জোর দিতেন। শৈশবে যখন নামাযের সময় হতো আমাদেরকে মসজিদে গিয়ে বাজামা'ত নামায পড়ার নসীহত করতেন। যদি আমি মসজিদে না থাকতাম, তাহলে আমাকে খুঁজে বের করে নিজে মসজিদে নিয়ে যেতেন। সবসময় বলতেন, কখনো নামায ত্যাগ করবে না। নামাযের সাথে সুন্নতও পড়বে। আর সবসময় কুরআন তিলাওয়াত করবে।

তার মেয়ে আতিয়াতুল আলীম বলেন, আমাদের পিতা সবসময় সত্য বলতেন। সন্তানদের সাথে কখনো মিথ্যা বলতেন না, হাসি-ঠাট্টার ছলেও না। কখনো তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না। সবসময় মসজিদে গিয়ে বাজামা'ত নামায পড়তেন। অসুস্থতা ছাড়া তাকে কখনো ঘরে ফরজ নামায পড়তে দেখি নি।

তার দ্বিতীয় স্ত্রী বলেন, রাবওয়া যাওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে এবং সন্তান-সন্ততিদের বলেন যে, আমার পরিবার পরিজন, আমার উত্তরাধিকার হলো খেলাফত। আমার জীবন-মৃত্যু জামা'তের জন্য। এ বছর জার্মানির জলসা সালানায়ও গভীর বাসনা নিয়ে যোগদান করেন। তার সন্তান-সন্ততিরা বলে, আপনি অসুস্থ। এতে তিনি বলেন, আমি খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। সুতরাং তিনি আসেন আর জার্মানিতে আমার সাথে সাক্ষাতও করেন। এটিই ছিল তার শেষ সাক্ষাৎ। তার স্ত্রী বলেন, তিনি ছিলেন উৎকৃষ্টমানের স্বামী। আনুগত্যের গুরুত্ব আমি তাঁর কাছেই শিখেছি। জামা'তের কাজ করতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার কোন পরোয়া করতেন না।

সুয়ূতী আজীজ সাহেবের জামাতা জাকি সাহেব বলেন, ২০০৫ সালে যখন এই সংবাদ আসে যে, মানুষ আমাদের কেন্দ্রের ওপর হামলা করতে যাচ্ছে তখন আমাদের অর্থাৎ খোদ্দামদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কেন্দ্রের হেফাজতের জন্য আসুন। তিনি বলেন, আমি তখন সেখানেই ছিলাম। সুয়ূতী সাহেব তখন মুবাল্লেগ ইনচার্জ ছিলেন। আমি দেখেছি যে, তিনি আদৌ ভয় পেতেন না। বীরত্বের সাথে মাঝ রাতেও খোদ্দামদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদেরকে উৎসাহিত করতেন। আমি তার মাঝে খিলাফতের প্রতি অশেষ ভালোবাসা প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি বলতেন, আমি ওয়াকেফে জিন্দেগী আর আমি যা-ই করি খলীফায়ে ওয়াক্তের অনুমোদনক্রমে এবং তাঁর নির্দেশেই করি। ২০১৭ সনে তার স্ট্রোক হয়, এরপর কিছুকাল পরিষ্কারভাবে কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বইপুস্তক অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন। সব সময় তার চেষ্টা থাকত কোনভাবে জায়েমায় গিয়ে ছাত্রদের পড়ানোর।

সেক্রেটারী তরবীয়ত আহমদ সাহেব লিখেন, কারো কাছে ভালো পরামর্শ পেলে সসম্মানে অকৃত্রিমভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন আর যখনই কোন কাজে সমস্যা দেখা দিত খুবই আন্তরিকতার সাথে পরামর্শ চাইতেন। মুবাল্লেগ আহমদ নূর সাহেব বলেন, অত্যন্ত সরলভাবে জীবন যাপন করতেন কিন্তু গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে জীবন কাটাতেন, বয়োবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও জামা'তের কাজে খুবই সক্রিয় ছিলেন, মনে হতোযেন তিনি যুবকই রয়েছেন। তার একটি নসীহত, যা সব সময় এই অধমের স্মৃতিপটে জাগ্রত রয়েছে তা হলো কখনো খোদাবিমুখ হবে না, আল্লাহ্‌র কাছে চাও, তিনি তাঁর বান্দার দোয়া কখনো প্রত্যাখ্যান করেন না। তিনি বলেন, শাহেদ ক্লাসের জন্য যখন ইন্টারভিউ হয় তখন তিনি কান্নাভেজা কণ্ঠে কম্পিত অবস্থায় আমাকে নসীহত করেন যে, এই ওয়াকফ কখনো ছাড়বে না। যে ব্যক্তি এই ওয়াকফ ছেড়ে দেয়, সে চরম ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

একজন বর্ণনাকারী লিখেন যে, সুয়ূতী সাহেব যখন কেন্দারী আসেন তখন নসীহত করতে গিয়ে তিনি বলেন, জামা'তের

নিয়ম-কানুন পালনের ক্ষেত্রে একজন মুরব্বীর যদি অভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাহলে নির্ভয়ে এগিয়ে যাও আর নিশ্চিত জেনো, খোদার সাহায্য ও সমর্থন তোমার সাথে থাকবে, কিন্তু ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে যদি জামা'তের সদস্যদের আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত হও তাহলে এরজন্য আত্মজিজ্ঞাসা করা এবং নিজের মানোন্নয়ন করা আবশ্যক। জামা'তের কাজ নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন নেই, খোদার ওপর নির্ভর কর এবং পূত-পবিত্র নিয়তের সাথে কাজ কর। কিন্তু ব্যক্তিগত দুর্বলতা যদি থাকে তাহলে অবশ্যই আত্মজিজ্ঞাসা কর, আত্মবিশ্লেষণ কর। জামা'তের মুবাল্লেগ খালেদ আহমদ খান সাহেব লিখেন, জামেয়ায় অধ্যয়নকালে সুয়ূতী সাহেব আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক দিক থেকে আমাদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। বাজামা'ত নামাযের ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন, সর্বদা যথাসময় বরং অনেক সময় অনেক পূর্বেই বাজামা'ত নামাযের জন্য মসজিদে গিয়ে বসে থাকতেন আর অসুস্থতা সত্ত্বেও শেষ দিন পর্যন্ত নামাযে সব সময় আগেই আসতেন।

জামা'তের মুবাল্লেগ হাসেম সাহেব লিখেন জামেয়াতে সুয়ূতী আজীজ সাহেবের কাছে কালাম পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তার অভ্যাস ছিল পড়ানোর সময় ছাত্রদের সাথে প্রশ্নোত্তর করতেন, ছাত্রদের পক্ষ থেকে উত্তর আসলে তাদেরকে উৎসাহিত করতেন। একবার তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করেন, জামা'তে আহমদীয়ার সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ কি? তিনি বলেন, আমরা একে একে কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের বরাতে সেই প্রশ্নের উত্তর দিই। তিনি আমাদের উত্তর শুনে বলেন, সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমি স্বয়ং অর্থাৎ প্রত্যেক আহমদীর নিজকে মসীহ মওউদের সত্যতার প্রমাণ মনে করা উচিত। অতঃপর তিনি আরো বলেন, আপনারা নিজেদেরকে এতটা যোগ্য করে তুলুন, যেন আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি জামা'তের সত্যতার প্রমাণ হয়ে যায়। এটি ছিল তার তরবিয়তের রীতি যে, আপনি যদি পুরোপুরি আহমদী হন তাহলে সত্যিকার ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত হন, তাহলে আপনি এই জামা'তের সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বলে গণ্য হবেন। এই ছিল তার তরবিয়তের উপায়। আমার খুতুবা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন, আমার খুতবা শুনে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টস নিয়ে ছাত্রদের সাথে আলোচনা করতেন, এটা নিশ্চিত করতেন যে, তারা পয়েন্টস লিখেছে কিনা আর সব সময় দেখতেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের কথা বুঝতে পেরেছে কি না আর সব সময় খেলাফতের আনুগত্যের বিষয়ে নসীহত করতেন।

মুবাল্লেগ শামসুরী মাহমুদ সাহেব লিখেন, সুয়ূতী সাহেব একজন সফল ওয়াকফে জিন্দেগী ছিলেন। একবার তিনি অধমকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, জীবন উৎসর্গ করার পর উদাসীন হবে না। ওয়াক্‌ফ থেকে পৃথক হওয়া জামা'ত ছেড়ে দেওয়ার নামান্তর। এ কথা সব সময় স্মরণ রাখবে। এ কথা তিনি আবার পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি যখন এটি বলছিলেন তখন তার চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল।

মুবাল্লেগ ইউসুফ ইসমাইল সাহেব লিখেন, আমাকে যখন রিজিওনাল মুবাল্লেগ হিসেবে নিযুক্ত করা হয় তখন তার সাথে আমি সাক্ষাৎ করতে যাই। সুয়ূতী সাহেব তখন মুবাল্লেগ ইনচার্জ ছিলেন। ইউসুফ সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমাকে কেন রিজিওনাল মুবাল্লেগ নিযুক্ত করা হয়েছে, কেননা, আমার মাঝে অনেক দুর্বলতা রয়েছে আর অভিজ্ঞতাও স্বল্প। আঞ্চলিক মুবাল্লেগ হওয়ার আমি যোগ্য নই। বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকেরা রয়েছে, তাদেরকে নিযুক্ত করুন। এই প্রশ্নের উত্তরে খুবই সরলতার সাথে তিনি বলেন, আপনাকে কে বলেছে যে, আপনি যোগ্য আর এ কারণে আপনাকে রিজিওনাল মুবাল্লেগ নিযুক্ত করা হয়েছে? আপনার ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে যেন আপনি কাজ শিখতে পারেন আর আপনার মাঝে যেন দায়িত্ববোধের চেতনা সৃষ্টি হয়। তিনি আরো বলেন, আমরা দুর্বল মানুষ, আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ক যদি পাকা এবং দৃঢ় হয় তাহলে সব বিষয় সহজ সাধ্য হয়ে উঠবে। অতএব সবসময় এটি মাথায় রাখবে যে, রিজিওনাল মুবাল্লেগ হও বা সাধারণ মুবাল্লেগ, খোদার সাথে যদি দৃঢ় সম্পর্ক রাখ তাহলে সফলতা দেখবে এবং সহজ সাধ্যতা সৃষ্টি হবে।

এমটিএ-এর জেনালের ম্যানেজার আখানুর সাহেব বলেন, একবার কঠিন সমস্যার সম্মুখীন ছিলাম। তার কাছে আমি দোয়ার বার্তা পাঠাই, তিনি কোন উত্তর দেননি। এরপর কারো কাছ থেকে আমার ফোন নম্বর চেয়ে নেন। পরের দিন তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে প্রথম প্রশ্নই তিনি আমাকে এটি করেন যে, আমাকে দোয়ার জন্য তো তুমি লিখেছো কিন্তু তোমার সমস্যা সমাধানের জন্য খলীফায়ে ওয়াক্তকে লিখেছো কি? যখন আমি বললাম, হুযূরকে লিখেছি, এরপর তিনি খুবই আনন্দিত হন এবং বলেন যে, এটিই রীতি হওয়া উচিত। তিনি বলেন, তখনও তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল এবং তার কণ্ঠে খেলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পাচ্ছিল।

বিভিন্ন সময় যখনই খেলাফতের সাথে সম্পর্কের কথা আসতে, তিনি খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মুসী ছিলেন। রাবওয়ায় ইন্তেকাল হয়েছিল, তার মৃত দেহ পাকিস্তান থেকে ২৩ নভেম্বর ইন্দোনেশিয়া পৌঁছে আর ২৪ নভেম্বর কেন্দ্র পারুমে মুসীয়ানের জন্য নির্ধারিত স্থানে তাকে কবরস্থ করা হয়। জামা'তের বন্ধুদের একটা বিরাট শ্রেণি তার জানাযায় যোগদান করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, জান্নাতুল ফেরদাউসে উন্নত পদমর্যাদা তাকে দিন। তার ছেড়ে যাওয়া পরিবার পরিজনকে আল্লাহ্ তা'লা উত্তম ধৈর্য দান করুন। তার সন্তানসন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন।

(খুতবা সানিয়ার পর হুযুর বলেন) নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযাও পড়াব।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.